Commemorating
80th Birth Anniversary
Of Hrishikesh Saha
Health Camp
Lal Bahadur Byamagar
10 am
Medha Utsav
Agartala Press Club
6 pm
14th December 2020

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৭ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 13 December, 2020 ■ আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ২৭ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নিহত কৃষকদের প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে কটাক্ষ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.)।। হরিয়ানা-দিল্লি সীমান্তবর্তী এলাকায় কৃষকদের অবস্থান-বিক্ষোভ ১৭ তম দিন পড়ল। বিক্ষোভরত অবস্থায় এক কৃষকের মৃত্যু নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। কৃষক ভাইদের আর কত জীবনের আহুতি দিতে হবে। এর জবাব প্রধানমন্ত্রী দেবেন ? বলে দাবি করেছেন রাহুল গান্ধী। শনিবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিহত বিশ্বজিৎ দেববর্মা ও শ্রীকান্ত দাসের বাড়িতে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। পানিসাগরে শরণার্থী পুর্নবাসন ইস্যুতে সম্প্রতি যে সংঘর্ষ ও গুলি কান্ড ঘটেছে তাতে নিহত ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মা এবং শ্রীকান্ত দাস এর বাড়িতে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আগামীকাল তাঁর এই সফরের কথা রয়েছে। ২১ নভেম্বর এই ঘটনা ঘটেছিল। ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মা বাড়ি যাওয়ার সময় ঘটনাস্থলে বিক্ষোভকারীদের গণপিটনিতে প্রাণ হারায়। অন্যদিকে, পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গুলি চালিয়েছিল তাতে শ্রীকান্ত দাস গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। প্রসঙ্গত, এর আগে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক নিহতদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। এবং শোকাহত পরিবার পরিজনদের সাথে কথা বলেছিলেন।

তীব্র হচ্ছে কৃষক আন্দোলন, অবস্থান বিক্ষোভ অব্যাহত, দখল টোলপ্লাজা

কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত সরকার ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.)।। দিল্লি-হরিয়ানা, দিল্লি-উত্তরপ্রদেশ সীমান্তে বিক্ষোভরত কৃষকদের আন্দোলন শনিবার ১৭ দিনে পড়ল। দিন যত যাচ্ছে কৃষক আন্দোলন তত তীব্র আকার ধারণ করছে। এদিন ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের সভাপতি রাকেশ টিকরির আহ্বানে বিক্ষোভরত কৃষকরা বাগপথের ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ের টোলপ্লাজা নিজেদের দখলে নেয়। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য বিপুল সংখ্যায় পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের এক্সপ্রেসওয়েতে থাকা একাধিক টোলপ্লাজা নিজেদের দখলে নেওয়ার চেষ্টা করে বিক্ষুব্ধ কৃষকরা। তাঁর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাগপথের এই টোলপ্লাজাটি।

ভারতের কিষান ইউনিয়নের স্থানীয় নেতা প্রতাপ গুজ্জার এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন। টোলপ্লাজা দখল করার পর সমস্ত ব্যারিকেড তুলে দেয় কৃষকরা। এমনটা করে তারা টোলপ্লাজাকে শুল্কহীন করতে চেয়েছিল। বিকেল চারটে পর্যন্ত এই টোলপ্লাজা নিজেদের দখলে রেখেছিল কৃষকরা। কৃষকদের এহেন আচরণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রতাপ গুজ্জর জানিয়েছেন, গোটা দেশের কৃষকরা নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়ে উগ্র হয়ে উঠেছে।সেই লক্ষ্যে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের সমস্ত টোলপ্লাজা শুল্কহীন (ফ্রী) করে দেওয়া হয়েছে। যেতে আসতে আর কোন টাকা লাগছে না। নতুন কৃষি আইন বিলোপের দাবি থেকে কৃষকরা যে সরে আসবে না সে বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি।

নীতি ও অভিপ্রায়ের মাধ্যমে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত সরকার। ফের জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানালেন, "সংস্কারের পরে, কৃষকরা নতুন নতুন বাজার, বিকল্প এবং প্রযুক্তির আরও সুবিধা পাবেন।" শনিবার ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত ফিকি (ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির)-র ৯৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "২০২২ সালে স্বাধীনতার ৭৫ তম বছর পূর্ণ করবে ভারত। দেশের প্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ফিকি, এটাও নিশ্চিত করা দরকার, ফিকির অনুশীলন আত্মনির্ভর ভারতের জন্য ভারতের লক্ষ্যকে মজবুত করবে।" এরপরই প্রধানমন্ত্রী বলেন, "২০-২০ ম্যাচে দ্রুত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে নব সংযোজন ত্রিপুরা সহ বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্য

আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.)।। এখন সারা বিশ্বজুড়েই বাংলা ভাষার ব্যাপ্তি। তবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরায় বাংলা সাহিত্য, গল্প ও কবিতার দ্যুতি ক্রমেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে, ত্রিপুরার সাহিত্যকার, গল্পকার, প্রাবন্ধিকদের প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে। অবশ্য, পার্শবর্তী রাজ্য অসমের বরাক উপত্যকা এবং ওই রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের বাংলা সাহিত্যকার, প্রাবন্ধিক, গল্পকার ও কবি নিজেদের প্রতিভা বিকাশে সাফল্য অর্জন করেছেন, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। এ-বছর থেকে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ত্রিপুরা ও অসমের প্রচুর গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, কমিক্স স্থান করে নিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ড় পরমশ্রী দাসগুপ্তের কথায়, কালের বিচারে টিঁকে যাবে এবং যার সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে, ওই সমস্ত সাহিত্য পাঠ্যক্রমে নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অতীতেও ত্রিপুরার লেখক-সাহিত্যিকদের রচনা স্থান পেয়েছে। ত্রিপুরার রাজন্য আমলের ইতিহাস কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে। তাঁর কথায়, অতীতে এতটা আধুনিক সাহিত্য ছিল না। তখন উত্তরপূর্বের সাহিত্য বলে একটি পেপার ছিল। সেখানে বরাক উপত্যকা এবং বাংলাদেশের কিছু গল্প উপন্যাস পড়ানো হতো। তাছাড়া, রাজ্যের জনজাতি ভাষা ককবরক-এ রচিত উপন্যাস বাংলায় অনুবাদ করে পাঠ্যক্রমে যুক্ত করে হয়েছে। কিন্তু, এ-বছর সংখ্যায় অনেক বেড়েছে। তাঁর বক্তব্য, সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান বিষয়গুলি নতুন পাঠ্যক্রমে সংযোজিত হয়েছে। কালের বিচারে টিঁকে যাবে এবং যার সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে, ওই সমস্ত সাহিত্য পাঠ্যক্রমে নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে।

তাঁর মতে, সাহিত্যের বিস্তৃতি তো অনেক। তার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যসাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে এই পাঠ্যক্রমে রাখা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, আমরা ব্যক্তিগতভাবে অনেক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিস্তর পরিমানে নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। খোয়াই সীমান্ত এলাকা দিয়ে গাজা পাচারের সময় বিএসএফ জওয়ানরা প্রায় কুড়ি কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। জানা যায় পাচারকারীরা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে গাজা পাচারের চেষ্টা করছিল। বিএসএফের টহলদারি বাহিনীর জওয়ানরা বিষয়টি লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলে গাঁজা ফেলে পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। পাচারকারীরা গাজা ফেলে পালিয়ে গেলে সেখান থেকে শুকনো গাঁজা গুলি উদ্ধার করে বিএসএফের টহলদারি বাহিনীর জওয়ানরা।

পাচারকারীদের আটক করা সম্ভব না হলেও তাদেরকে আটক করার জন্য বিএসএফের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।উদ্ধার করা প্রায় কুড়ি কেজি শুকনো গাজা খোয়াই থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ জওয়ানরা। উল্লেখ্য সীমান্ত দিয়ে প্রায়ই গাঁজা সহ বিভিন্ন নেশাজাতীয় সামগ্রী প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। নেশা সামগ্রী পাচার রোধে বিএসএফ জওয়ানদের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে জানানো হয়। শহর প্রাণকেন্দ্রে গাড়িতে তল্লাশি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মদ্যপ স্বামীকে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দক্ষিণ জেলার ঋষ্যমুখের সোনছড়ির কিল্লামুড়া এলাকায়। নিহত স্ত্রীর নাম সন্ধ্যারাণী মুড়াসিং। স্বামী সুমিত্র রিয়াং। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, স্বামী সুমিত্র রিয়াং এদিন স্ত্রীর সাথে কোন একটি বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে। এই ঝগড়ার চেচামেচি আশেপাশের বাড়ির লোকজনও শুনতে পায়। হঠাৎই বাড়িতে নীরবতা চলে আসে। তাতে সন্দেহ হয় আশেপাশের লোকজনের। কয়েকজন বাড়িতে গিয়ে দেখতে পান ঘরের দরজা বন্ধ। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখা যায়য় স্ত্রী সন্ধ্যারাণীর রক্তাক্ত মৃতদেহের উপর বসে রয়েছে স্বামী সুমিত্র। শুধু তাই নয় ঘরের ভেতরে রক্তের ছাপ। সাথেসাথেই প্রতিবেশীরা ছুটে আসে এবং খবর দেওয়া হয় থানায়। থানার ওসি, এসেডিপিও এবং ডিসিএম ঘটনাস্থলে যায় এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। এদিকে, প্রতিবেশীরা ঘাতক স্বামী সুমিত্র রিয়াংকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এখানে উল্লেখ করা যায় স্ত্রী সন্ধ্যারানী মুড়াসিংয়ের রক্ত দিয়ে স্বামী বাড়ির উঠানে কাস্তে হাতুড়ি চিহ্ন আঁকে। একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিক চিহ্ন আঁকার পিছনে কিসের ইঙ্গিত তা অবশ্য এলাকাবাসী থেকে শুরু করে পুলিশ কিছুই বলতে পারছেন না। তবে, এলাকার লোকজন জানিয়েছেন, সুমিত্র প্রায়ই মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। এমনকি প্রায় প্রতিরাতেই এই বাড়িতে মদের আসর বসে। তবে, কিসের জন্য এই খুনের ঘটনা তা অবশ্য পরিস্কার হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে একটি খুনের মামলা নেয়া হয়েছে। তদন্তে বেরিয়ে আসবে খুনের প্রকৃত কারণ।

রানিরখামার বাজারে নয়টি দোকান ভষ্মিভূত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। মধুবনের রানিখামার বাজারে অগ্নিকাণ্ডে নয়টি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে গতকাল রাতে মধুবনের রানিখামার বাজারে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। স্থানীয় লোকজন রানিখামার বাজারে আগুন দেখতে পেয়ে বেরিয়ে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে।

দমকল বাহিনীর জওয়ানরাও দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। স্থানীয় জনগণ এবং দমকল বাহিনীর যৌথ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানিসাগরে বাইকসহ চোর আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর থানা এলাকা থেকে বাইক সহ একজনকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় পানিসাগর থানায় মামলা গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য পানিসাগর থানা এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় গত বেশ কিছুদিন ধরেই বাইক চুরির ঘটনা উপর্যুপরি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

চোরের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ক্রমশ বেড়ে চলেছে।চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে স্থানীয় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পুলিশ অনেকটাই নড়েচড়ে বসেছে। ইতিমধ্যে পুলিশি অভিযানে এক বাইক চোর পুলিশের জালে আটক হয়েছে।তার বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।বাইক চোর চক্রের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য উদ্ধারের জন্য পুলিশ চেষ্টা চালাচ্ছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোক আদালতে জরিমানা আদায় ৪৭ লক্ষাধিক টাকা

আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.)।। জাতীয় লোক আদালতে ত্রিপুরায় ১২৪টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। তাতে জরিমানা বাবদ আদায় হয়েছে ৪৭ লক্ষ ২৫ হাজার ৬০০ টাকা।

ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য-সচিব এ দেববর্মা জানিয়েছেন, সারা ত্রিপুরায় ৩৯টি আদালত স্থাপন করা হয়েছিল। সেখানে মোট ৯২৯টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হয়েছিল। তিনি বলেন, যান দুর্ঘটনা, বিবাহ বিচ্ছেদ, এনআই অ্যাক্ট, দেওয়ানি মামলা এবং ব্যাঙ্ক ঋণ আদায় সংক্রান্ত মামলাগুলি নিষ্পত্তির জন্য বাছাই করা হয়েছিল।

তিনি জানান, সারা ত্রিপুরায় ৩৯টি আদালতে ৯২৯টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হয়েছিল। তাতে মাত্র ১২৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। জরিমানা বাবদ ৪৭ লক্ষ ২৫ হাজার ৬০০ টাকা আদায় হয়েছে। এ-বিষয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এসদত্ত পুরকায়স্থ জানিয়েছেন, করোনা-প্রকোপের কারণে স্বাস্থ্যবিধির সম্পূর্ণ খেয়াল রাখা হয়েছে। মাস্ক পরিধান এবং পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা হয়েছিল।

অটো চালকের বুদ্ধিমত্তায় ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ ডিসেম্বর।। অটো চালকের বুদ্ধিমত্তায় ব্রাউন সুগার সহ দুই যুবক পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কয়েকজনের হদিস পেয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার নগদা এলাকার দুই যুবক অটো নিয়ে বিলোনিয়া যান। সেখানে এক যুবক নেমে যায়। অপর যুবক ওই অটোতেই শান্তিরবাজার ফিরে আসে। কিন্তু, বিষয়টি খুবই সন্দেহজনক বলে মনে হয় অটো চালকের। তাই শান্তিরবাজার রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন স্থানে পৌছনোর পর অটো চালক ওই যুবককে নিয়ে শান্তিরবাজার মোটর স্ট্যান্ডে চলে যান। সেখানে অন্যান্য অটো চালকরা ছুটে এসে ওই যুবককে আটক করে পুলিশে খবর দেন। ধৃত যুবকের নাম প্রসেনজিৎ মগ।

এদিকে, ধৃত প্রসেনজিতকে আটক করার কিছুক্ষণের মধ্যেই এলাকাবাসীর সহায়তায় অপর সাগরেদ রাজীব সরকারকে জালে তুলে নেন স্থানীয় জনগণ। তাদের দুজনকেই শান্তিরবাজার থানার হাতে তুলে দেন এলাকাবাসী। পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে সাড়ে ৪১ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে।

পুলিশের জেরায় ধৃত দুই যুবক মাদক পাচারের সাথে জড়িত বলে স্বীকার করেছে। তারা পুলিশকে জানিয়েছে, গুয়াহাটি থেকে ওই সব ব্রাউন সুগার আনা হয়েছিল। আগরতলা পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার কথা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তারমাথায় শিশু নিকেতন স্কুলে ফের চুরি, পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ ডিসেম্বর।। বিশালগড় এর গোকুলনগর রাস্তারমাথা এলাকায় রামকৃষ্ণ শিশু নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে ফের চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা বিদ্যালয় দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে বিভিন্ন জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে।

শনিবার সকালে প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ে এসে লক্ষ্য করেন প্রধান শিক্ষকের কক্ষসহ অন্যান্য কক্ষের দরজা তালা ভাঙ্গা। ভিতরে আলমারিগুলো ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষককে খবর দেন। খবর পাঠানো হয় বিশালগড় থানার পুলিশকেও। খবর পেয়ে প্রধান শিক্ষক এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করেছে। উল্লেখ্য গত কিছুদিন আগেও এই স্কুলে চুরির ঘটনা ঘটেছিল।

পরপর চুরির ঘটনা ঘিরে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের চুরির ঘটনা প্রতিহত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি উঠেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও চুরির ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

ত্রিপুরায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে অত্যাধুনিক শিল্পনগরী স্থাপন হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ ডিসেম্বর।। মোদী সরকারের অ্যাক্ট-ইস্ট নীতি ত্রিপুরার চেহারা বদলে দিচ্ছে। দক্ষিণ জেলায় শিল্পনগরী স্থাপনের কাজ জোরকদমে চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জোর গলায় বলেন, সাব্রুমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অত্যাধুনিক শিল্পনগরী গড়ে উঠছে। তাতে আগামী দিনে কর্মসংস্থানের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ মিলবে। সাথে যোগ করেন, বাংলাদেশের সাথে সড়কপথে যোগাযোগ স্থাপনে সাব্রুমে মৈত্রী সেতুর নির্মাণ কাজ ডিসেম্বরের অন্তিম সপ্তাহের মধ্যে সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই সেতুটি নির্মাণের ফলে দু-দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। এছাড়া ব্যবসা আরও বাড়বে, বলেন তিনি। কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে আজ ১৯৯৬ সালের কল্যাণপুর বাজার কলোনীর গণহত্যার ২৪ বছর পূর্তি উপলক্ষে শহীদ মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

কল্যাণপুরে গণহত্যার ২৪ বছর পূর্তি উপলক্ষে নিহতদের শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এদিন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরায় নতুন চিন্তার বহিঃপ্রকাশ কেউ দেখেননি। ফলে রাজ্যের অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি। তিনি নিশানা করে বলেন, ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার কেবল কেন্দ্রের নিন্দা জানাতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু, মোদী সরকারের অ্যাক্ট-ইস্ট নীতির কোনও সুবিধা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে, ত্রিপুরায় বিজেপির নেতৃত্বে নতুন সরকার উন্নয়নকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরপূর্বের অগ্রগতির জন্য সমস্ত রকম সহায়তা করছে। রাজ্যগুলিকে কেবল তার সুবিধা নিতে হবে। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলায় একটি অত্যাধুনিক শিল্পনগরী নির্মিত হচ্ছে। কেন্দ্র থেকে ইতিমধ্যে লজিস্টিক হাব-এর জন্য ১৪০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, সাব্রুমে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের সাথে সাথে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংবিধান খতম করে দিতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার, অভিযোগ কৃষক সভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। সরকার সংসদ শেষ করে দিতে চাইছে, সংবিধান খতম করে দিতে চাইছে, কৃষকদের সর্বনাশ করতে চাইছে এবং শ্রমিকদের কীতদাস বানাতে চাইছে। শিক্ষা, বিদ্যুৎ, কৃষি সমস্ত কিছু পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিতে চাইছে। দেশে যখন কোভিড পরিস্থিতিতে ১৪৪ ধারা চলছিল, তখন সে সুযোগে কাজে লাগিয়ে কৃষক বিরোধী আইন চাপিয়ে দিয়েছে সরকার।

আর সেই কৃষক বিরোধী আইন নিয়ে গোটা দেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে। দিল্লিতে কৃষকদের আন্দোলনরত অবস্থায় এখন পর্যন্ত ১৫ জন কৃষকের অতিরিক্ত শীতে মৃত্যু হয়েছে। তাই আগামী ১৪ ডিসেম্বর রাজ্যের সমস্ত জেলা, মহাকুমা এবং অঞ্চলে বিক্ষোভ কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্য কমিটি। শনিবার আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্য কমিটির নেতৃত্ব এবং জিএমপি নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরি।

তিনি আরো জানান, দেশে একাংশ পুঁজিপতিদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছে। তাই জিও সংস্থার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী বয়কটের আহ্বান জানালেন তিনি। সরকারের মানসিকতার পরিবর্তন হওয়া জরুরি। সরকার আলোচনার মাধ্যমে কৃষি বিরোধী আইন এবং বিদ্যুৎ বিল ২০২০ -এর প্রত্যাহার করার দরকার। কিন্তু এই সরকার আলোচনার মাধ্যমে কোন রকম মীমাংসা চাইছে না। দেশ প্রেমিকরা তাই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

আগামী ১৭ ডিসেম্বর মারাত্মক বিদ্যুৎ বিল ২০২০ -এর বিরোধিতা করে রাজ্য বিক্ষোভ সমাবেশ করা হবে। আর যতদিন না পর্যন্ত সরকার এ কৃষক বিরোধী আইন এবং বিদ্যুৎ বিল ২০২০ প্রত্যাহার করবে ততদিন আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে জানান সি আই টি ইউ রাজ্য কমিটির সভাপতি মানিক দে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৬৫ ▫ ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ▫ ২৭ অগ্রহায়ণ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা

চলতি মাসের ১৭তারিখ ভারতের প্রধানমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক সফরে বাংলাদেশ যাইবার কথা রহিয়াছে।বাংলাদেশ সফরকালে সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হইবে। দুইটি দেশের জন্যই এই ধরনের প্রয়াস নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। প্রতিবেশী দুটি রাষ্ট্র সুদীর্ঘকাল ধরিয়াই সুসম্পর্ক বজায় রাখিবার প্রয়াস জারি রাখিয়াছে।এই প্রয়াসকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর। একথা অনস্বীকার্য যে,এশিয়ার মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামে একটা নতুন দেশের জন্ম হইয়াছিল ভারতের হাত ধরিয়াই। দেশভাগের পর পাকিস্তানের অংশে থাকায় নাম হইয়াছিল 'পূর্ব পাকিস্তান'। সেখান থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতই ছিল মূল কাণ্ডারি। ১৯৭১ সালের সেই মুক্তিযুদ্ধে ভারত এগিয়ে না আসিলে পাকিস্তানের হাত থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনাইয়া নেওয়া অত সহজ হইত না। তখন থেকেই ভারতের সঙ্গে একটা অন্য মৈত্রীর সম্পর্ক জড়াইয়া।

রয়িয়াছে বাংলাদেশের। পাকিস্তানকে তাহারা যতটা ঘৃণা করে, ভারতকে তাহারা ততটাই সম্মান করে। শেখ হাসিনা সরকারের অবস্থান এখনও তাই। কোনও রাখঢাক নয়, প্রকাশ্যেই বাংলাদেশ সরকার সে-কথা স্বীকার করে। এবার কী সেই সম্পর্কে চিড় ধরিবে? নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ) ও আসন্ন জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) নিয়ে বিতর্ক, বিক্ষোভ, আন্দোলনের মধ্যেই এই প্রশ্ন উঠিয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইন্দিরা গান্ধীর সিদ্ধান্ত এবং ভূমিকার প্রশংসা করিয়াছিলেন বিরোধীরাও। তৎকালীন বিরোধী নেতা অটল বিহারি বাজপেয়ী পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীকে দুর্গা বলিয়াছিলেন তিনি।

আমাদের দেশবাসীর একটি বড় অংশ শুধু অনুকূল বৈদেশিক পরিবেশের কথাই জানেন। মনে করেন যে, ভারতের সঙ্গে রয়িয়াছে আমেরিকা, ইউরোপ, আরব দুনিয়া, এশিয়ার বেশিরভাগ দেশ ও অস্ট্রেলিয়া। চীন ও পাকিস্তান ছাড়া খুব কম দেশের সঙ্গেই ভারতের সমস্যা রয়িয়াছে বা তাহাদের সঙ্গে সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে।

নজিরবিহীন অর্থনৈতিক মন্থরতা ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতির কারণে আগামী বছরগুলোতে ভারতের সেই গর্ব করার মতো বৈদেশিক সম্পর্ক খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়িয়াছে। নাগরিকত্ব সংশোধন আইন নিয়ে তাৎক্ষণিক সমস্যা সৃষ্টি হইবে ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুপ্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। এখনও পর্যন্ত বিষয়টি এড়াইয়া যাইতেছে ঢাকা এবং এগুলো ভারতের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' বলিয়া তাহাদের 'ভারত-বন্ধু' নীতিতে অটল রয়িয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা গওহর রিজভি এও বলিয়াছেন, অবৈধভাবে ভারতে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের ফিরাইয়া নেওয়া হইবে। তবে, এই সংক্রান্ত প্রমাণ ভারতকে দিতে হইবে। এসব মন্তব্যের ভিতর দিয়েই শঙ্কা জাগে, তাহাদের অবস্থানটা অদূর ভবিষ্যতে বদলাইয়া যাইবে না তো? কারণ, ভারতপন্থী হিসেবে পরিচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপরও একসময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি থেকে চাপ বাড়িবে, যাহা তাঁহার পক্ষে স্বস্তিদায়ক নাও হইতে পারে। তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা ভারতীয় কার্ড খেলিবে খুশিমনে এবং বেজিংয়ের উষ্ণ আলিঙ্গন গ্রহণ করিবে। শুধু বাংলাদেশ নয়, প্রতিবেশী অন্যকিছু দেশের রাজনৈতিক নেতাও ভারতকে সমর্থন করিতে ইতস্তত করিবেন। শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও মালদ্বীপেও ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করার মতো রাজনীতিকের সংখ্যা কমিতেছে। এখনও যাঁরা সমর্থন করেন, ভবিষ্যতে তাঁহারা আরও সতর্ক হইয়া যাইবেন হয়তো। অন্যদিকে চীনপন্থী রাজনীতিকরা জানেন, বেজিং তাঁহাদের পিছনে রয়িয়াছে। বাধ্য হইয়া তাহাদের সকলে চীনের আনুগত্য মানিয়া নিবেন না তো?

আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্রের ভিত্তি হইতেছে তিনটি মূলনীতি। অভিন্ন মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও ভূরাজনৈতিক বিবেচনা। আরও খোলাখুলি বলিলে, উদার গণতন্ত্রের প্রতি অভিন্ন প্রতিশ্রুতি, ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি, চীনের মোকাবিলায় নয়াদিল্লিকে আকর্ষণীয় অংশীদারে পরিণত করিয়াছে। এই তিনস্তম্ভের একটিও টলমল হইলে সম্পর্কে অবনতি হইতে পারে। আর তিনটিই যদি আলাদা হয় তবে একলহমায় সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। কে না জানে, যদি ভারতের অর্থনৈতিক মন্থরতা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে দিল্লির প্রতি ওয়াশিংটনের মনোভাব দ্রুত বদলাইয়া যাইবে। তখন সর্বোত্তম লবিস্টরাও কাজে আসিবে না। তাহাছাড়া অর্থনীতি দুর্বল হইয়া পড়িলে মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলোর পক্ষে বিভিন্ন ফোরামে কাশ্মীর ও এনআরসির মতো ইস্যুগুলো উত্থাপন করা অনেক সহজ হইবে। এসব দেশ আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের জন্য পরিস্থিতি সহজে কঠিন করিয়া তুলিতে পারিবে। ইতিমধ্যেই ভারত-বিরোধী নেতিবাচক শিরোনাম বিদেশি মিডিয়ায় নিয়মিতভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। একবার এইসব নেতিবাচক ভাষ্য দৃঢ়তা পাইলে বিদেশি রাজধানীগুলোতে ভারত-বিরোধিতার সুর চড়িবে। সমৃদ্ধির দৌড়ে ভারতের পিছাইয়া পড়িবার আশঙ্কা বাড়িয়া যাইবে। ভঙ্গুর অর্থনীতিকে টানিয়া তোলা দুষ্কর হইবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করিয়া তুলিবে সেটাই প্রত্যাশা। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর ইতিপূর্বের যাবতীয় বিভেদ দূর করবে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করিবে।অবশ্য এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে প্রতিবেশী দুটি রাষ্ট্রের সদিচ্ছার উপর।

ভারসাম্যহীন লকডাউন ও শিশুমন

কুশল মৈত্র

অনিশ্চয়তার মেঘ যে কবে কাটবে - এখনও আমরা সরাসরি দীড়িয়ে রয়েছি এক বড় প্রশ্নের মুখে। শিশুদের শৈশব চুরি যায়। কথাটি আজ আদ্যপ্রান্তে মেনে নিতে কোনও দ্বিধা নেই। কোভিড-১৯ আজ কেড়ে নিয়েছে সবকিছু, শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই একটা আতঙ্কে জর্জরিত। শিশুদের নিয়ে মূলত বলতে গেলে তারা আজ সবকিছু থেকেই প্রায় বঞ্চিত। সুস্থ-সহজ-সরল জীবন কত কথার ফুলঝুরি সবই যেন আজ প্যানডেমিক সিচুয়েশনে ফুলস্টপে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ওরা বুঝে গেছে মাস্ক, স্যানিটাইজারের বাধ্যবাধকতা। শৈশব তথা ছোটবেলার স্কুল একটা আলাদা পরিকাঠামো দিয়ে আসে সকলকেই। স্কুলে বন্ধু গড়া, সহপাঠীদের সঙ্গে টিফিন ভাগ করে খাওয়া, খেলা ইত্যাদি নানা পরিধিতে জড়িয়ে শিশুদের কাছে স্কুল। মুক্তাকাশে দুষ্টুমি আর পড়াপড়া খেলা যেন স্কুল জীবনের মূল চাবিকাঠি। স্কুল থেকে বছর তিনেকের ঐশানী শিখে গেছে কীভাবে বন্ধুরে সঙ্গে টিফিন শেয়ার করে খেতে হয়। কিংবা ক্লাশ ওয়ানের সৌরভ অনায়াসেই তার ম্যাথ কিংবা ইংরেজি আন্টির নাম বলে দেবার পারদর্শিতা।

বাচ্চাদের এখন জিজ্ঞাসা করলে বলবে-ত্ত নানা এখন স্কুল কেন, বাইরে যাওয়াও মানা। কারণ দুষ্টু ভাইরাস চারদিকে ঘোরাফেরা করছে যে। প্রাণখোলা হাসি, দলছুট হয়ে মাঠে দেদার ছুটোছুটি কিংবা ডেস্কে বসে নিজের ব্যাগটি সযত্নে রাখা সবই যেন ভুলতে বসেছে তারা। খুদে পড়ুয়ারা হারাতে বসেছে তাদের প্রাত্যহিকী স্কুল জীবনের রোজনামচা। ট্রেন,বাস, ঢেটো, অটো সবই এখন সচল। কিছুদিনের মধ্যে স্কুলও হয়তো খুলে যাবে। স্কুলের জীবনদন্দ। শিশুদের জীবনযাত্রা এখন ঘরের চার দেয়ালবৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ। বহির্জগতের সাথে তারা বেশ বেমানান। এখন তাদের সবসময়ের দু'টি নিয়ম করে কাজে ব্যস্ত থাকার পালা। এক মাস্কে মুখ ঢাকা আর কিছুক্ষণ আন্তর হাত ধোওয়া। শিশুরা শিখছে আরও বেশ কিছু নতুন বিজ্ঞানপ্রযুক্তি। আগে কম্পিউটারে বা মোবাইলে, সময় পেলেই ফাকফৌকরে ভিডিগেম, কার্টুন দেখা, খেলা ইত্যাদিতে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়ত। মোবাইল নিয়ে বাচ্চারা ঘাটাঘাটি করলেই রীতিমতো বকুনি তো জুটতই। আর এখন সেই মোবাইলই হয়ে উঠেছে বাচ্চাদের কাছে একমাত্র ভরসা। মোবাইলটি সযত্রে বাড়ির বাবা-মা, বাচ্চাদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে পিছুপা হচ্ছে না। কারণ একটাইত্তত্ত 'অনলাইন ক্লাশ'। তথা পড়াশোনা এখন সিদ্ধহ মোবাইল ফোনটি ত্ত সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। সেখানে নিয়ম করে হোমটাস্ক থেকে শুরু করে চলে খাতা দেখা, ডইং করা, এমনকি পরীক্ষাও। বাচ্চাদের এখন আর বলতে বাধা নেই যে, কাল কিন্তু অনলাইন ক্লাশ বা টেস্ট আছে। কাজেই মোবাইলটি ... দেখতে দেখতে প্রায় নয় মাস হয়ে গেল।

সেই কবে মার্চ মাসে খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়েছি, এখনও বেরতে নানা জড়তা চেপে বসে আছে মাথায় মধ্যমণি হয়ে। দুর্ভাগ্য আমাদের কোভিড-১৯ শিশুদের সামাজিক পরিবেশ থেকে দূর সরিয়ে রাখাল।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি তথা মোবাইল এখন আমাদের সবথেকে বড় বন্ধু। পড়াশোনা নাচ গান, আঁকাস সবকিছুতেই আমরা জীবনটাকে সঁপে দিয়েছি। এমনকি আড্ডা তথা খোঁজখবর সবই আজ ভার্চুয়াল তথা অনলাইনই ভরসা। তবে এর প্রভা বাচ্চাদের তথা শিশুমনে কতটা ফেলেছে তা সত্যি ভাববার বিষয়। লকডাউনে অনলাইন পড়াশোর ক্ষেত্রে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোনেরমতো ইলেকট্রনিক উপকরণগুলির অতিরিক্ত ব্যবহার শারীরিকভাবে ক্ষতিকারক। এছাড়া এগুলিনেশার মতো থেকে যাবে আগামীতে শিশুদের মনে। টেকনোলজি আর বাবা-মা, দাদু-দিদা-ঠাকুমাব পরিকাঠামোর এখন শৈশব বাড়ন্ত।

এক বন্ধুর কথায় উঠে এল ওর মেয়ে এখন কথা বলা প্রায় ভুলেই গেছে, সারাদিনে দু'চারটি কথা তাও জোর করে বলাতে হয়। মুখেতে একটাই কথা-ত্ত বাপি-মামনি আমি কবে আবার স্কুলেযাব, বন্ধুদের সাথে খেলব। সত্যিই অভিভাবকরা এ সমস্ত বিষয়গুলিকে নিয়ে চিন্তিত। কথা বলা, অবাধ মেলামেশা, স্কুল জীবনের বাড়তি উপদারতা কোথায় পাবে ওরা। সম্পর্কগুলি এখন ছোট হতে হতে বিন্দুতে এসে ঠেকেছে। ছন্দপতনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে প্রতিনিয়ত শৈসব মনে। যে হারে অতিমারি তার ব্যাপকতা বিস্তার করছে আগামীতে সত্যিই ভয়ের মধ্যে রয়েছি আমরা। এখনও বুঝতে পারছি না যে ঠিক কবে আমরা ক্ষুদ্র দানব থেকে মুক্তি পাব। কবে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হবে। করোনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজ সত্যি ছোটদের কেন, বড়দেরও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজকাল অনেক বাবা-মা'ইত্ত দেখছি ডাক্তারের র নিচ্ছেন। মনোচিকিৎসকের পরামর্শ খুবই প্রয়োজন হয়ে উঠেছে অনেক বাচ্চার বাবা-মায়েদেরই। এমন পরিস্থিতি সত্যিই আগে কেউ দেখেনি। বাচ্চাদের বিকাশের কতগুলো স্তর আছে। সেগুলি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে প্রকাশ হবে, তা নিয়েও চিন্তিত বাবা-মায়েরা চিকিৎসকের সঙ্গে। শুধু শিশুদের নয়, ছয় বছর বা আট বছর বা তেরো-চোদ্দ বছরের বাচ্চাদেরও নানা স্টেজ আছে এবং তাদের সেভাবেই মন-মানসিকতাকে বুঝে চলার পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে রাখল। বিজ্ঞান প্রযুক্তি তথা মোবাইল এখন আমাদের সবথেকে বড় বন্ধু। পড়াশোনা, নাচ গান, আঁকা, সবকিছুতেই আমরা জীবনটাকে সঁপে দিয়েছি। এমনকি আড্ডা তথা খুঁজখবর সবই আজ ভার্চুয়াল তথা অনলাইনই ভরসা। তবে এর প্রভাব বাচ্চাদের তথা শিশুমনে কতটা ফেলেছে তা সত্যি ভাববার বিষয়। লকডাউনে অনলাইন পড়াশোনার ক্ষেত্রে কম্পিউটার, ত্ত ল্যাপটপ, ত্ত মোবাইল ফোনেরমতো ইলেকট্রনিক উপকরণগুলির নিয়ে চিন্তিত। কথা বলা, অবাধ মেলামেশা, স্কুল জীবনের বাড়তি উদারতা কোথায় পাবে ওরা। সম্পর্কগুলি এখন ছোট হতে হতে বিন্দুতে এসে ঠেকেছে। ছন্দপতনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে প্রতিনিয়ত শৈশব মনে। যে হারে অতিমারি তার ব্যাপকতা বিস্তার করছে আগামীতে সত্যিই বয়ের মধ্যে রয়েছি আমরা। এখনও বুঝতে পারছি না যে ঠিক কবে আমরা ক্ষুদ্র দানব থেকে মুক্তি পাব। কবে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হবে। করোনার কেন, বড়দেরও উদ্বেগের কারণ হয়ে পরামর্শ দিচ্ছে সাইক্রিয়াটিস্টরা। বাচ্চাদের সব থেকে বড় সুস্থতা তারা একে অপরের সঙ্গে মেলামেশা তথা খেলাধুলা। সমস্ত হাসিখুশি এমনই স্কুলের টিফিন থেকে হোমটাস্ক অবধি শেয়ার করে নেওয়া। এক অনাবিল আনন্দ খেলে যায় শিশুমনে। স্বস্তির নিঃশ্বাস পেলে একটা বাচ্চা আরেক বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে বা মাঠে ছুটোছুটিতে অন্তত ভাললাগা মিশে যায় তাদের মন-মানসিকতায়। বন্ধু বন্ধুকে জড়িয়ে খুঁজে পায় প্রাণের অফুরান অক্সিজেন। আর এই দিন ফিরে আসতে আরও কত যে সময় নেবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই সব শিশু তথা বাচ্চাদের ত্র সম্পর্ক" আগামীতে কি অনুত দাঁড় করাবে তা সত্যি ভাবা বিস্ময়।

বর্তমান ভারতে শিশুর সংখ্যা প্রায় ৪০থেকে ৪২ কোটির মধ্যে। এদের মধ্যে যারা দরিদ্রসীমার মধ্যে বসবাস করে, তাদের শৈশব সত্যিই নানা টালমাটালে ত্তআবদ্ধ। তুলেছে দিনকে দিন। বাচ্চাদের খেলাধুলোর সুযোগ কমার সাথে সাথেতাদের মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে নানা ভয় আতঙ্ক। মনোচিকিৎসকদের কথায় উঠে আসছে বাচ্চারা অনেকেই উদ্বেগ, অবসাদে ভুগছে। করোনা রোগ নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে একটা আতঙ্ক তাদেরও গ্রাস করছে। নিত্য অসুখ-মৃত্যু আর একঘেয়েমি তথা বয়স্ক মানুষদের নানা মানসিকতায় ভুগছে। একে তো দীর্ঘ লকডাউনে অনেকেই সংসার চালাতে কুপোকাত। অনেকেই কাজ হারিয়েছেন, কারওর চাকরি থেকে মাইনে কমেছে, কারওর ব্যবসার অবস্থা খুবই খারাপ-ত্ত এমনই নানা হতাশার পরিস্থিতি উঠে আসছে দিনকে দিন। এদের মধ্যে অনেক বাবা-মাই আবার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পড়ানোর স্বাদ ধুলিসাৎ। স্কুলে মোটা অঙ্কের মাইনে দিতে অপারগ। বাবা-মা'র সাথে সাথে শিশুদের রঙিন দুনিয়া, আযাডভেঞ্চারের মুখোশ চেড়ে হয়ে উঠছে বিষণ্ণতার ছায়া। কঠোর সংগ্রাম প্রতিনিয়ত। মৃত্যু সে তো দাঁড় প্রান্তে দাঁড়িয়ে বাস্তব ভবিষ্যৎ। কিন্তু এখন থেকে উঠে আসতেই হবে। শৈশবের সুন্দর মুখচ্ছবিগুলি রাঙিয়ে তুলতেইত্ত হবে। তার জন্য আমরা বড়রা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে চলার লড়াই সংগ্রাম করব অবশ্যই। অনবরত ভর-ভীতিকে দূরে ঠেলে দিয়ে সবরকম স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিরাপদ জাগায় শিশুদের মুক্ত বাতাসে রোমাঞ্চিত করবই। এ আশা স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে হবে আমাদেরই। ইংরেজিতে একটা কথা আছেThree thing are most be holy in the whole world, they are dhildren, flower and songs তাই শিশুদের অনাবিল আনন্দদ্বার আমরা নিজেরাই খুলে দেব ধাপে ধাপে। গ্রতিটা শৈশব আবার ছুটে বেড়াবে মাঠেঘাটে, এমনকি স্কুল পরাঙ্গণেও। স্বাভাবিক স্বাদ পুরণের দায়িত্ব হয়তো শিশুদের আগামীর প্রত্যাশায়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

'বাঙালির জামাই'য়ের প্রতি আচরণ, হতবাক নেটিজেনরা

অশোক সেনগুপ্ত

বিবাহবার্ষিকীতে বাঙালি বরের বেশে বিজেপি সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার ছবি শেয়ার করলেন তাঁর স্ত্রী। আর, সেটা দেখেই চোখ কপালে অজস্র নেটিজেনের "আরে! ইনি তো বাঙালির জামাই!"

এর পরেই প্রশ্ন উঠেছে, আচার্য কৃপালিনী বিয়ে করেছিলেন বাংলার সুচেতাকে। কখনও তো কৃপালিনীকে 'বহিরাগত' তকমা দেওয়া হয়নি! জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতিমান অনেক অবাঙালি বিভিন্ন সময়ে বিয়ে করেছেন বঙ্গললনাকে। তাঁরা সমাদর পেয়েছেন 'বাঙালির জামাই' হিসাবে। ক্রিকেটার অশোক মালহোত্র থেকে অমিতাভ বচ্চন তালিকা অতি দীর্ঘ। তাহলে কী এমন হল জগৎ প্রকাশ নাড্ডাদের 'বহিরাগত' তকমা দেওয়া হচ্ছে?

দিন দুই আগে নাড্ডাবাবুর কনভয়ের ওপর রাজ্যের শাসক দলের পতাকাবাহীদের ওরকম আক্রমণ দেখে গোটা দেশ স্তম্ভিত। তৃণমূলের কোনও নেতা দুঃখপ্রকাশ করেননি। বরং প্রকাশ্য সভায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে উত্তেজিতভাবে চাড্ডা, নাড্ডা, ফাড্ডা, ছাড্ডা বলেন। এর সমালোচনা করেছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। তিনি সেই মন্তব্যের রেশ ধরে বিমান বসু বলেন, 'যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাউকে আক্রমণ করতে গিয়ে এসব বলে, সেখানে বোধহয় আমার কোনও মন্তব্য করা উচিত নয়। চাড্ডা মানে পাঞ্জাবি। চাড্ডা—মাড্ডা—ফাড্ডা, এই ছন্দ করে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, তার পরিণাম খারাপ হবে। বিষয়টি জাতীয় সংহতির পক্ষেও বিপজ্জনক।'

দু'দিন আগেই বঙ্গ সফরে এসেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। তাঁর সফরের প্রতিবাদে ছড়িয়েছে উত্তেজনা। কোথাও "ফিরে যাও" ধ্বণি, কোথাও কালো পতাকা। আর ডায়মন্ড হারবারে সভা করতে যাওয়ার পথে তো শিরাকোলে তাঁর কনভয়ের উদ্দেশে উড়ে আসে এলোপাথারি ইট-পাথর-লাঠি। ভেঙেছে বিজেপি হেভিওয়েট নেতাদের গাড়ির কাচ, আহত হয়েছেন দলের একাধিক শীর্ষনেতা। "মা দুর্গার কৃপায় কোনওক্রমে এসে পৌঁছেছি", ডায়মন্ড হারবারের মঞ্চে হাফ ছেড়ে বলেছিলেন জেপি নাড্ডা। তাঁর উদ্দেশে বারবার "বহিরাগত" বলে আক্রমণ শাণিয়েছে বিরোধীপক্ষ।

ছয়ের পাতায়

কার্বন-ডাই-অক্সাইড কতটা ক্ষতি করছে এই সবুজ পৃথিবীর

আশীষ কুণ্ডু

পাপের দায় কে নেবে? এত বছর ধরে পৃথিবীর বুকে কোমল জীবনমুখী আবহাওয়াকে তিলে তিলে বিষিয়েছি আমরা মানবজাতি, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ প্রজাতি। হয়ত প্রথমে অজ্ঞাতসারে ক্রমে বুদ্ধিমান মানুষ এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড এই রায়ুমণ্ডলে নিয়মিত নিষ্কাষণ করে চলেছি তাতে বায়ু প্রদূষিত হতে পারে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে, তাতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে এই ধরার জীবজগতের। এটা এখন জানা হয়ে গেছে নয় থেকে নব্বই বছরের সকল মানুষের। কার্বন-ডাই অক্সাইড পৃথিবীকে ঘেরাটোপে রাকা ওজন লেয়ারে বিক্রিয়া ঘটিয়ে নষ্ট করে দেয় এই স্তরকে। ফলত সূর্যের অতি বেগুনি, রশ্মি অন্যান্য ক্ষতিকারক রশ্মি, যেগুলো বিভিন্ন সময়ে ধেয়ে আসে মহাশূন্য থেকে তাদের প্রতিহত করার ওজন ছাতার ছিদ্রপথে প্রবেশ করে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে। মানুষের জীবনে অনেক দুরারোগ্য রোগের এর মধ্যে ক্যান্সারও আছে, কারণ ঘটাচ্ছে। ওজন লেয়ার হচ্ছে অক্সিজেন বা অম্লজানের এমন কিছু অণু যার প্রতিটি অণুতে তিনটি পরমাণু সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকে। এটা প্রাণীকুলকে ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে যেমন রক্ষা করে, তেমন এই বায়ুমণ্ডলে যে সব স্তর আছে, তা সূর্যের অধিক তাপমাত্রা থেকে যেমন রক্ষা করে, তেমন পৃথিবীর তাপমাত্রাকে সংরক্ষণ করে, যাতে জীবকুলের প্রয়োজনীয় তাপ মহাশূন্যে ফিরে গিয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠ অত্যাধিক শীতল না হয়ে পড়ে রাতের সময়কালে। এতে কার্বনডডাই-অক্সাইডের একটা ভুমিকা থাকে। কার্বন ডাই-অক্সাইড তাপ ধরে রাখতে সাহায্য করে। অনেকটা সীতের সময় আমরা যেভাবে কম্বল গায়ে দিয়ে শরীরের নির্গতমান তাপমাত্রাকে ধরে রেখে শরীরকে শীতলতা থেকে রক্ষা করার মতো। গত দুশো-তিনশো বছরে শিল্পায়ন কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং মিথেন যা আমরা পৃথিবীর বুকে ক্রমবর্ধমান হারে নি-সরণ করছি, তাতে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রপ্ত হয়েছে আন্টারটিকা। এর পরিমণ্ডলে ওজন লেয়ারে ছিদ্র হয়েছে। অবশ্য এ নিয়ে ভিন্ন মত আছে। কিছু কিছু বিজ্ঞানী অবশ্যই এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন ওজন লেয়ারে এই সমস্যা সাময়িক এবং এর অনেকটাই প্রাকৃতিক কারণেই মেরামত হয়ে গেছে। বায়ুমণ্ডে নিয়মিতভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং বেলাগাম কার্বন ডাই -অক্সাইচ নিঃসরণের জন্য। আমরা সবাই সব কিছু জেনেও জ্ঞানপাপী হয়ে পরিবেশ দূষণ করে চলেছি আর মাঝে মাঝে জ্ঞানের বহর দেখানোর জন্য বিভিন্ন ভাবে এই ক্রমবিনাশ ব্যাখ্যা করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করছি। পরিণাম কি? পরিণাম বিশ্ব উষ্ণায়ন। মেরু অঞ্চলে জমে থাকা বরফ গলে সমুদ্রের জলস্তরে বৃদ্ধি। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব। ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমনটা আমাদের এই সময়ে দেখা যাচ্ছে। গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার প্রতি দশকে ০.০৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এই পরিসংখ্যানটা NOAA র১৯৮০ সাল থেকে। গত শতাব্দীতে সমুদ্রের জলস্তরে বৃদ্ধি হয়েছে ১০-২০ সেন্টিমিটার। এই হারে জলস্তরে বৃদ্ধি হলে, আগামী কুড়ি বছরে উপকূলবর্তী বহু বন্দর, জনপদ,গ্রাম সলিল সমাধিগ্রস্ত হয়ে যাবে। উৎখাত হবে জনবসতি। আশ্রয়হীন হয়ে পড়বে কোটি কোটি জনগণ। উষ্ণায়নের ফলে আবহাওয়ার ভারসাম্যহীন অবস্থা ফলত ঘূর্ণিঝড় বারে বারে উঠে আসছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বৃষ্টিপাতের অনিয়মতা সংকট তৈরি করেছে ভূভাগে। কৃষিব্যবস্থার উপরে এর প্রভাব পড়ছে কোথাও কম বৃষ্টিতে। কোথাও অতিবৃষ্টি, অকাল বর্ষনে ফসল নষ্ট হচ্ছে। সম্পত্তি, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, ইনফ্রাস্ট্রকচার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার ফলে। নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে এই আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে। স্থলভাগের ব্যাপক অংশ যদি ডুবে যায়, তাহলে কৃষিজমির পরিমাণ কমে যাবে, এর পরিণামে দুর্ভিক্ষ, মহামারি হবার প্রবল সম্ভাবনা। পোলার বিয়ার, পেঙ্গুইন, বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীর জীবন বিপন্ন। ঋতুচক্রের ব্যাপক পরিবর্তনের সম্ভাবনা এর মধ্যেই জানান দিচ্ছে। ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সমাধান আছে। এই পৃথিবীর বড় সুন্দর বড় মায়াময়। একে বাঁচাতে হবে। আমাদের ভবিষত প্রজন্মকে আমরা দূষিত পৃথিবী দিয়ে যেতে পারি না। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে, দরকার কার্বন ডাই-অক্সাইড ট্র্যাপিং। কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশিরভাগটাই তৈরি হয় ফসিল ফুয়েল বার্নিং এর ফলে। দুভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড আলাদা করা যায়। এটা হচ্ছে প্রিবার্নিং আরেকটা পোস্ট বার্নিং। কারখানায় যেখানে ফসিল ফুয়েল দহনের মাধ্যমে স্টিম তৈরি করে টারবাইন ঘুরিয়ে ইন্ধন যোগানো হয়, সেখানে চিমনি বেরোয় কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য দূষিত গ্যাস। চিমনির দেয়ালে বিশেষ সলভেন্ট প্রযোগ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড আটক করা যায়, তাকে কম্প্রেশ করে সংগ্রহ করে সমুদ্রের অতি গবীরে এবং খনিজ পাথরের খাঁজে তাকে বদ্ধ করা সম্ভব। এতে আবহাওয়াতে প্রদূষণ কম করা যায় এবং বাতাসে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে, তাকেও আটক করার মেশিন সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। এর পাশাপাশি আমরা জানি গাছ লাগিয়ে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড কমানো যায়। এই ব্যাপারে গ্লোবাল প্লাটফর্মে অনেকগুলো সংস্থা কাজ করছে। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে হেলদি ক্লাইমেট ইনিসিয়েটিভ-এর মত সংস্থা। সম্প্রতি সুন্দরবন এলাকায় বৃক্ষরোপড় কর্মসূচি বাস্তবায়িত করেছে এইচ সি আই। পরিশেষে বলি সবার মঙ্গলের জন্য, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আমাদের এগিয়ে আসতে হবে পৃথিবীটাকে বাঁচাতে। বিপদ ঘনাচ্ছে। তাই আর বিলম্ব না করে কিছু করতে হবে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রামনগর অঞ্চল
২য় সম্মেলন

শনিবার আগরতলায় ডিওয়াইএফ'র উদ্যোগে রামনগর অঞ্চলের ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

বিটিআর নির্বাচন : ঘুরে দাঁড়িয়েছে হাগ্রামার বিপিএফ, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ইউপিপিএল-এর সঙ্গে, সমানে সমানে বিজেপি

কোকরাঝাড় (অসম), ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : দ্রুত পট পরিবর্তন হচ্ছে ৪০ আসনের বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর নির্বাচনে। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ীর মুখ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তিন মেয়াদের বিটিসি-প্রধান হাগ্রামা মহিলারির বিপিএফ। সাত রাউন্ডের গণনা শেষে ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী বিপিএফ ৮, ইউপিপিএল ৯, বিজেপি ৭-টি আসনে বিজয়ী হয়েছে। এছাড়া গণনায় এগিয়ে রয়েছেন বিপিএফ-এর ৯, ইউপিপিএল-এর ৩, বিজেপি-র ৭, কংগ্রেসের ১ জন করে প্রার্থী। ভোট গণনা হবে আট রাউন্ডে। জানা গেছে, শেষ রাউন্ডের গণনা চললেও জেলা দফতর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আর বেশি ঘোষণা করা হয়নি।

শনিবার সকাল থেকে টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে ভোট গণনা শুরু হওয়ার পর লাগাতার ঊর্ধমুখি ছিল প্রমোদ বড়োর ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল)-এর। দুপুরে ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী ৪০ আসনের বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর) তথা বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-এর নির্বাচনে ইউপিপিএল ১৮, বিপিএফ ৬, বিজেপি ১৪, কংগ্রেস-এআইইউডিএফ জোট ১, গণ সুরক্ষা পার্টি ১-টি কেন্দ্রে এগিয়েছিল। ভোটের যে ট্রেন্ড দেখা গিয়েছিল তাতে ক্ষমতাসীন ১৭ বছরের হাগ্রামা মহিলারির বড়োল্যান্ড পিপলস এফ (বিপিএফ)-এর নিশ্চিত পতন বলে ধরে নিয়েছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। হাগ্রামার দলকে দাপিয়ে উত্থান ঘটায় সংশ্লিষ্টরা ধরে নিয়েছিলেন, প্রাক্তন ছাত্রনেতা প্রমোদ বড়োর ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল)-এর সঙ্গে জোট গড়ে বিটিআর-এর দখল নেবে বিজেপি। কিন্তু সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার পর হঠাৎ বাজিমাৎ করে এক লাফে ১৭-য় পৌঁছে পুনরায় ক্ষমতা দখলের দিকে এগিয়ে যায় বিপিএফ। এ মুহূর্তে ইউপিপিএল-এর সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। এ মুহূর্তে ধারণা করা হচ্ছে, ৪০ আসনের বিটিআর-এ কোনও দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে না। পরিষদ গঠন করতে ম্যাজিক সংখ্যা ২১। এর কাছাকাছি কোনও দলই যেতে পারবে না বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল।

কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আজ সকাল আটটা থেকে বিটিআর-এর অন্তর্গত চার জেলা কোকরাঝাড়, ওদালগুড়ি, বাকসা এবং চিরাং জেলার ভোটগণনা শুরু হয়েছে। বিপিএফ-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি এবং ইউপিপিএল-প্রধান প্রমোদ বড়ো দু-দুটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। দুই কেন্দ্রেই তাঁরা দুজনে কখনও এগিয়ে-তো কখনও পিছিয়ে চলেছেন। বিটিসি-র প্রাক্তন উপ-মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য খাম্ফা বরগয়ারি চিরাংদুয়ারে ইউপিপিএল প্রার্থী রঞ্জিত বসুমতারি (বিআর ফেরেংগাদাও)-র কাছে পরাস্ত হয়েছেন। অন্যদিকে প্রাক্তন এনডিএফবি (উগ্রপন্থী সংগঠন) নেতা তথা ইউপিপিএল প্রার্থী গোবিন্দ বসুমতারি ভৈরবকুণ্ড আসনে জয়লাভ করেছেন।

বিটিআর নির্বাচনে ৪০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন মোট ২৪১ জন প্রার্থী। গত ৭ ডিসেম্বর প্রথম এবং ১০ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফায় ভোটদান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম দফায় বাকসা জেলায় ১১ আসনে ৬৪ ও ওদালগুড়ির ১০টি পরিষদীয় আসনে ৬০ জন এবং দ্বিতীয় দফায় কোকরাঝাড় জেলার ১২টি এবং চিরাং জেলার সাতটি সহ মোট ১৯টি আসনে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছিল।

দুই দফায় মোট ২৩,৮২,০৩৬ জন ভোটার মোট ৩,১৪৬টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলেন। ভোটের লড়াই বিপিএফ, ইউপিপিএল এবং বিজেপির মধ্যে হলেও রাজ্য রাজনীতিতে বহুচর্চিত মহাজোটের বার্তা বহনকারী কংগ্রেস-এআইইউডিএফ জোটের হাল বেহাল বলেই আপাতত ট্রেন্ডে দেখা যাচ্ছে।

শতাধিক অনুগামী নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করিমগঞ্জ জেলা যুব কং-এর প্রাক্তন সভাপতি রাজশেখরের

করিমগঞ্জ (অসম), ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : শতাধিক অনুগামী নিয়ে শনিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন করিমগঞ্জ জেলা যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাজশেখর দত্ত। প্রদেশ বিজেপির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা দলীয় উত্তরীয় পরিয়ে রাজশেখরকে দলে স্বাগত জানান।

এক সময়ের প্রভাবশালী যুবকংগ্রেস নেতা আজ সাধারণ কার্যকর্তা হিসেবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। যোগদান কার্যসূচি উপলক্ষ্যে জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের যোগদান পর্বে বদরপুর ও দক্ষিণ করিমগঞ্জের বেশ কয়েকজন যুবাও বিজেপিতে যোগ দেন।রাজশেখর গেরুয়া বসন পরে তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে দলীয় অনুশাসন মেনে চলার অঙ্গীকার করেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ ২৪ বছর কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বিজেপি তাঁর কাছে একেবারে নতুন দল। এই দলের নিয়মনীতিও আলাদা। রাষ্ট্রবাদকে মূলমন্ত্র করে এখন থেকে বিজেপি দলের অনুশাসন মেনেই তিনি চলবে বলে সভায় উপস্থিত দলীয় নেতাদের সামনে প্রতিশ্রুতি দেন নবাগত রাজশেখর দত্ত। বক্তব্যে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা তথা বর্তমান বিজেপি কার্যকর্তা গৌতম রায়ের প্রসঙ্গও টেনে আনেন বক্তা। তিনি বলেন, মূলত তাঁর অনুপ্রেরণাতেই তিনি বিজেপিতে যোগদান করেছেন। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য রাজশেখর জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য সহ জেলা স্তরের নেতৃবৃন্দের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।রাজশেখরকে উত্তরীয় পরিয়ে দলে স্বাগত জানান প্রদেশ বিজেপির প্রদেশ সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা। এদিনের যোগদান পর্ব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরাক উপত্যকার সাংগঠনিক সম্পাদক নিত্যভূষণ দে, কাছাড় জেলার বিজেপি সভাপতি কৌশিক রাই, বিজেপি নেতা কণাদ পুরকায়স্থ, প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস, করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালা, রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকার, পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, ডা. মানস দাস, সঞ্জীব বণিক, শিপ্রা গুণ প্রমুখ।দলের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আজকের যোগদান কার্যসূচির সূচনা হয়। শুরুতে জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য তাঁর স্বাগত ভাষণে দলের প্রতিষ্ঠা থেকে বর্তমান প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, বঞ্চনা-প্রবঞ্চনার মোকাবিলা করেই দল আজ এই অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে দল থেকে পাওয়ার কিছু নেই। দলকে দেওয়ার অনেক কিছু আছে। রাজশেখর এনএসইউআই করেই যুব কংগ্রেসের লোকসভা কেন্দ্র ভিত্তিক সভাপতি হয়েছিলেন। গৌতম রায় কংগ্রেস ত্যাগ করার সময় রাজশেখরও কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ দিয়ে বিজেপির প্রাথমিক সদস্য পদের জন্য আবেদন করেছিলেন। তাঁর সেই আবেদনপত্র প্রদেশ বিজেপির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রদেশ বিজেপির অনুমোদন পাওয়ার পরই আজ তাঁকে দলে বরণ করা হয়। তাঁর এই যোগদান দলকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে বলে আশা প্রকাশ করেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য।

নতুন সদস্যদের দলীয় অনুশাসন ও শৃঙ্খলা মেনে চলার পরামর্শ দেন মিশনরঞ্জন দাস, বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, সুধাংশু দাস, শিপ্রা গুণ প্রমুখ। যোগদান পর্বের শেষে দলীয় কার্যালয়ের সামনে রাস্তায় আতসবাজি পুড়িয়ে উল্লাসে মেতে ওঠেন রাজশেখরের সমর্থকরা। উল্লেখ্য, আজ একই অনুষ্ঠানে বিজেপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন জেলার দুই আইনজীবী রাজু মালাকার ও সুদীপ্তা শুক্লা।

প্রদেশ বিজেপির অধিবেশনে ডিএসএ মাঠ ব্যবহারে আপত্তি, করিমগঞ্জে অবস্থান

করিমগঞ্জ (অসম), ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসম প্রদেশ বিজেপির অধিবেশনে জেলা ক্রীড়া সংস্থা (ডিএসএ)-র মাঠ ব্যবহারে আপত্তি জানিয়ে ডিএসএ কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়রা শনিবার এক ঘণ্টার অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। আজ বেলা বারোটা নাগাদ ডিএসএ মাঠের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে বিভিন্ন দাবি সংবলিত প্ল্যা-কার্ড হাতে নিয়ে তাঁরা অবস্থানে বসেন। তাঁদের দাবি, প্রদেশ বিজেপির অধিবেশনের জন্য ডিএসএ মাঠে কোনও ধরনের নির্মাণকাজ হলে, মাঠটি এই মরশুমে খেলার জন্য অনুপোযোগী হয়ে উঠবে। সামনেই ক্রিকেট মরশুম। মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মাঠে নির্মাণকাজ হলে পিচ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। পিচটি পুনরায় খেলার উপযোগী করে তুলতে মাস-দেড়েক সময় লেগে যাবে। এতে এই মরশুমে আর ক্রিকেট লিগের খেলা সম্ভব হবে না। এমনিতে করোনার কাঁটায় কোনও খেলাই অনুষ্ঠিত হয়নি। তার ওপর প্রদেশ বিজেপির অধিবেশনের দরুন মাঠ যদি খেলার অনুপযোগী হয়ে ওঠে, তা-হলে পুরো মরশুমটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

তাঁদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের জন্য যদি নীলমণি স্কুলের মাঠে নির্মাণকাজ করা হয়, তা-হলে খেলোয়ারদের একটা মরশুম নষ্ট হওয়া থেকে পার পেয়ে যাবে। তাঁরা উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, বরপেটা জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠকে কোনও ধরনের রাজনৈতিক বা অন্য কোনও ধরনের কাজে ব্যবহার না করার জন্য স্বয়ংন মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। তাই ক্রীড়াপ্রেমী মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের কাছে তাঁরা আবেদন রেখেছেন, করিমগঞ্জ জেলার খেলোয়াড়দের কথা চিন্তা করে যেন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বেলা একটা নাগাদ অবস্থান কার্যসূচি সমাপ্ত হয়েছে।

অবস্থান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি অমলেশ চৌধুরী, সহ-সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ, দেবতোষ দাশগুপ্ত, ফুটবল সচিব মৃণালকান্তি দাস, দীপঙ্কর আদিত্য, সন্দীপ সেন, কিশোর দাস, সন্তোষ দে, সংস্থার আজীবন সদস্য বিমানবিহারি সিনহা, ড় রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী, সুবীর রায়চৌধুরী, ডা. মণিশঙ্কর দাশগুপ্ত। খেলোয়াড় এবং ক্লাব কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আব্দুস সালাম, আহমেদ সাকির, অরিন্দম চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ দাস, সুমনরঞ্জন দাস, মিঠুন রায়, পার্থ দাস, রাহুল দাস, সৌমিত্র দাস প্রমুখ।

কৃষি ও বিদ্যুৎ আইন (সং) বাতিলের দাবিতে ১৪ ডিসেম্বর শিলচরে ধরনা কর্মসূচি কিষাণ খেত মজদুরের

শিলচর (অসম), ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : 'কৃষক স্বার্থবিরোধী ও কর্পোরেট মালিকদের স্বার্থরক্ষাকারী' তিনটি কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ আইন ২০২০ বাতিলের দাবিতে ১৪ ডিসেম্বর শিলচরের ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে কৃষক ধরনা কর্মসূচিতে যোগ দিতে সর্বসাধারণের প্রতি আবেদন জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া কিষাণ খেত মজদুর সংগঠন-এর কাছাড় জেলা কমিটি। সংগঠনের জেলা সভাপতি শ্যামদেও কুর্মি এ প্রসঙ্গে বলেন, দিল্লির রাজপথ এখন লাখো কৃষকের স্লোগানে মুখরিত, কৃষক সমাবেশের ধাক্কায় দিল্লি আজ প্রায় অবরুদ্ধ। বিজেপি সরকারের পুলিশ কাঁদানে গ্যাস, জল কামান বা লোহার ব্যারিকেড দিয়েও সংগ্রামী কৃষকদের আটকাতে পারেনি। তাঁদের একটাই দাবি, জনস্বার্থবিরোধী ও কর্পোরেট মালিকদের স্বার্থরক্ষাকারী তিনটি কৃষি আইন এবং বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী, ২০২০ বাতিল করতে হবে। তিনি এ-ও বলেন, এই দাবি শুধু কৃষকদের দাবি নয়, এই দাবি সকলের দাবি, মুষ্টিমেয় কর্পোরেট মালিকদের বাদ দিলে সমাজের সমস্ত অংশের মানুষই এই আইনের বলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই ইতিমধ্যেই সারা দেশের আপামর জনগণ এই আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একেবারে হতদরিদ্র মানুষ থেকে শুরু করে ছাত্র, যুব, মহিলা, বিভিন্ন পেশার মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। সেলিব্রেটিরা পদক ফিরিয়ে দিচ্ছেন। আন্দোলনের নেতৃত্বকারী মঞ্চের আহ্বানে গত ৮ ডিসেম্বর ভারত বনধ-কে স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বাত্মক সফল করার মধ্য দিয়ে আপামর জনসাধারণের সমর্থন বলিষ্ঠভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

শ্যামদেও বলেন, এআইকেকেএমএস শুরু থেকেই এই আন্দোলনে রয়েছে। সংগঠনের কর্মীরা প্রথম থেকেই দিল্লির রাজপথে অন্যান্য কৃষকদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। শ্যামদেও কুর্মি বলেন, শুধু দিল্লিতে নয়, সারা দেশের প্রত্যেক প্রান্তে আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের সংগঠন। এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে ১৪ ডিসেম্বর কাছাড় জেলার বিভিন্ন শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত শিলচরের ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে ধরনা কর্মসূচিতে যোগ দিতে সবাইকে তিনি আবেদন জানিয়েছেন।

চাঞ্চল্যকর ! পার্বত্য অঞ্চলে শীতকালে লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ চিনকে দিয়েছে কানাডা

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.): হরিয়ানা-দিল্লি সীমান্তে কৃষক আন্দোলন নিয়ে বয়ান দিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। এবার একটি নতুন তথ্য সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে শীতকালীন রণকৌশল বা উইন্টার ওয়ারফেয়ারের প্রশিক্ষণ চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মিকে দিয়েছে কানাডা। জানা গিয়েছে দুই দেশের মধ্যে এই নিয়ে আগে থেকে চুক্তি হয়েছিল। সেই অনুযায়ী এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কানাডা থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত শীতে পূর্ব লাদাখে অসুস্থ হয়ে পড়ছে চিনা সেনারা। শীতকালীন রণকৌশল প্রসঙ্গে এশিয়ার শক্তিধর চিনকে সহায়তা করার বিষয়টি কানাডার সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। কানাডা সরকারের গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে প্রকাশ্যে আসার পর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গিয়েছে ২০১৩ সাল থেকে অতিরিক্ত শীতে পার্বত্য অঞ্চলে কি করে যুদ্ধ করতে হয় এবং শারীরিক সক্ষমতা বজায় রেখে টিকে থাকতে হয় তার প্রশিক্ষণ চিনকে দিয়েছিল কানাডা। প্রতিবছর এই উপলক্ষে কানাডায় যেত চিনের একদল সেনা জওয়ানরা। ২০১৫ সালে চিনের সঙ্গে মতানৈক্যের জেরে প্রশিক্ষণ দেওয়া বন্ধ করে দেয় কানাডা সরকার। কিন্তু জাস্টিন ট্রুডো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রশিক্ষণ ও সহায়তা চিনকে দিতে উদ্যত হন তিনি। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পড়ে সেখান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হন। মনে করা হয় কানাডার এই প্রধানমন্ত্রী খালিস্থানের সমর্থক।

উল্লেখ করা যেতে পারে শীতকাল পড়ে গেলেও পূর্ব লাদাখে ভারত-চিন সেনাবাহিনীর মধ্যে উত্তেজনার পারদ কমেনি। বরঞ্চ তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর ভারতের সঙ্গে কানাডার সম্পর্ক যে তলানিতে এসে ঠেকবে তা বলাই বাহুল্য। তবে আশার কথা এই যে আন্তর্জাতিক স্তরে সামরিক পর্যায় কানাডার শক্তি খুব একটা নেই বললেই চলে।

মনীষীদের আদর্শ রাজনীতিতে জরুরী শরদ পাওয়ার

মুম্বই, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.): প্রত্যেকের উচিত মনীষীদের আদর্শকে আত্মস্থ করা। বিশেষ করে রাজনৈতিক কর্মীদের এমনটা করা একান্ত জরুরী। সমাজে প্রান্তিক শ্রেণীতে থাকা ব্যক্তির কথা চিন্তা করা উচিত। শনিবার এ কথা জানিয়েছেন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, এনসিপি সুপ্রিমো তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শরদ পাওয়ার।

বরিষ্ঠ এই নেতার ৮০ তম জন্মদিন উপলক্ষে শনিবার মুম্বইতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এনসিপি। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শরদ পাওয়ার জানিয়েছেন, দেশের রাজনীতিতে মনীষীদের আদর্শ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জ্যোতিবা ফুলের পরামর্শ ব্রিটিশরাও মেনে চলতেন। ড় বি আর আম্বেদকরের পরামর্শেই জল সংরক্ষণ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে। এতে করে বর্তমানে পঞ্জাব এবং হরিয়ানা উপকৃত হয়েছে। নিজের দূরদর্শীতার মাধ্যমে ভারতকে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন তিনি। এতে সমাজের সকল স্তরের মানুষ উপকৃত হয়েছে। জন্মদিন উপলক্ষে নিজের শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন শরদ পাওয়ার। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার, এনসিপি সভাপতি জয়ন্ত পাটিল প্রমুখ।

ইউপিপিএল-এর সঙ্গে জোট বেঁধে বিটিআর-এর দখল নেবে বিজেপি কেন্দ্রীয় সা.সম্পাদক দিলীপ

ওদালগুড়ি (অসম), ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল)-এর সঙ্গে জোট বেঁধে বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এ সরকার (কাউন্সিল) গঠন করবে বিজেপি। দাবি মঙ্গলদৈয়ের সাংসদ তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ শইকিয়ার। শনিবার ওদালগুড়ির ভেরগাঁও ভোটগণনা কেন্দ্রে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই দাবি করেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ।

তিনি বলেন, ভোট-ফলাফলের যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তাতে নিশ্চিত, ১৭ বছরের হাগ্রামা মহিলারির রাজত্বের অবসান ঘটছে। বিপিএফ-কে পরাজিত করে এবার বিজেপির ব্যাপক উত্থান ঘটেছে। ৪০ আসনের বিটিআর নির্বাচনে দল ২৩টি কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছিল। এর মধ্যে ১৮টি আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিজয়ী হবেন। দ্বিতীয় দল হিসেবে প্রমোদ বড়োর ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল)-এর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেই পরিষদ গঠনা করবে বিজেপি।

বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বলেন, এই ওদালগুড়ি জেলায় গত ২০১৫ সালের নির্বাচনে বিপিএফ ৯-টি আসন লাভ করেছিল। কিন্তু এবার এই জেলায় শূন্য হাতে ফিরবে বিপিএফ। ওদালগুড়িতে বিজেপি ৮-টি আসনে জয়লাভ করবে।

এদিকে, দিলীপ শইকিয়ার মন্তব্যের পর সমগ্র বিষয়টি এখন রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক চর্চা লাভ করেছে। কেননা, রাজ্য সরকারে বিপিএফ জোটশরিক। কিন্তু বিটিআর নির্বাচনে উভয় দল একক শক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ময়দানে নেমেছে। গত কয়দিন দুই দলই পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে তরজা গরম করে রেখেছিল। এ সম্পর্কে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ শইকিয়া স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, কোনও অবস্থাতেই বিপিএফ-এর সঙ্গে আর মিত্রতা বা জোট থাকবে না।

হরিয়ানায় রিলায়েন্স মল ও পেট্রোল পাম্পের সামনে বিক্ষোভ দেখাল কৃষকরা

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.): দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তে কৃষক আন্দোলন ক্রমাগত ভয়াবহ আকার ধারণ করে চলেছে। এদিন ১৭তম দিনে পড়ল এই আন্দোলন। এই উপলক্ষে পালবলের কেএমপি এলাকায় কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের বিরুদ্ধে সরব হয়ে মাথা ন্যাড়া করে অবস্থান বিক্ষোভ দেখায় কৃষকরা।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার পাশাপাশি বেসরকারি কর্পোরেট সংস্থার বিরুদ্ধেও নিজেদের ক্ষোভ দেখাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে কৃষকরা। রিলায়েন্স কোম্পানির উৎপাদিত সমস্ত সামগ্রী বহিষ্কার করা হবে। এমনকি জিও সিম থেকে অন্য সার্ভিস প্রোভাইডারে পোর্ট করা হবে। এদিন হরিয়ানার বিভিন্ন জেলায় কৃষকরা রিলায়েন্স মল এবং পেট্রল পাম্পগুলি ঘেরাও করে বসে থাকে। কৃষকদের বেড়ে চলা রোষ করে সেই জন্য বিপুল পরিমাণে পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়। যদিও কৃষক সংগঠনের নেতাদের দাবি তারা শান্তিপূর্ণভাবে এই আন্দোলন দেখিয়েছে।

সিরসায় বিক্ষোভরত কৃষকরা ধেয়ে আসছে খবর পেয়ে রিলায়েন্স শপিং মল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফতেহাবাদে রিলায়েন্স পেট্রোল পাম্পের সামনে ধরনা অবস্থান করে কৃষকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগে থেকেই রিলায়েন্স শপিং মল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেএমপি এলাকায় বিক্ষোভরত কৃষকদের সমবেদনা জানাতে আসেন সমাজকর্মী মেধা পাটেকর, মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কৃষক নেতা জগজিৎ সিং, শিবকুমার কাক্কা, নির্দলীয় বিধায়ক সম্বীর সংওয়াং।

অপর্ণা সেনের রাজনৈতিক টুইট, প্রশ্ন নানা মহলে

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে বাম শাসনের শেষ পর্যায়ে পালাবদলের দাবিতে যে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা সরব হয়েছিলেন, অভিযোগ উঠেছে তাঁরা এখন ভাতঘুমে। সেই ঘুম ভেঙে প্রাক্তন অভিনেত্রী অপর্ণা সেন হঠাৎ সরব হয়েছেন। তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ট্যুইটারে অপর্ণা লিখেছেন, 'দয়া করে দেশের কোনও ঘটনার প্রতিবাদ করবেন না। যদি করেন তাহলেই আপনি হয় দেশদ্রোহী আর নয়তো আর্বান-নকশাল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবেন। কিন্তু পাকিস্তানের সমর্থক হিসেবেও প্রতিপন্ন হতে পারেন। নয়তো বলা হতে পারে, আপনি টুকরে টুকরে গ্যাংয়ের প্রতিনিধি আর নাহলে একজন সন্ত্রাসবাদী বা খালিস্তানি। যে কোনও মুহূর্তে আপনা জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে। তাই সাবধান। দেশের গণতন্ত্র বর্তমানে সংকটে। কোনও ঘটনার প্রতিবাদও এখন করা যাবে না।'

নাম না করে এভাবেই কেন্দ্রের মোদী সরকারকে বিঁধেছেন বাঙালির 'মিস ক্যালকাটা', যাঁর পরিচালিত 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আয়ার' জিতে নিয়েছিল দেশের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের সেরা সিনেমা আর সেরা জাতীয় ঐক্যতার পুরস্কার। এবারই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিকবার মেরুকরণের রাজনীতি নিয়ে তাঁকে যেমন গর্জে উঠতে দেখা গিয়েছে তেমনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কিংবা দেশের মুসলিমরাই কেন শুধু আক্রমণের শিকার হচ্ছে, এমন প্রশ্ন তুলেও মোদী সরকারকে কোনঠাসা করে দিয়েছেন। আবার প্রতিবাদ জানিয়েছেন সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম থেকে হালফিলের এনআরসি, সিএস নিয়েও। এবার অবশ্য নাম না করেই কেন্দ্রকে বিঁধেছেন অপর্ণা।

তবে, এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। টুইটে অনেকেই ভিন্নমত জানিয়েছেন। শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানিয়েছেন, "শ্রীমতী অপর্ণা সেন এইভাবে না লিখে তাঁর প্রতিবাদ সরাসরি জানালেই পারতেন। এর আগেও করেছেন বহুবার। নন্দীগ্রাম গুলিচালনার পর কলকাতার রাস্তায় সেবার আমরাও হেঁটেছি। প্রতিবাদ একমাত্রিক হলেই সন্দেহ হয়, এই প্রতিবাদী সম্ভবত 'সিলেক্টিভ প্রোটেক্টর' ডায়মন্ড হারবারের পথে বিজেপির যাত্রা পথে হামলার হলে উনি বা তাঁর মতো বহু সুবিধা প্রত্যাশী মৌনাবলম্বন না করে প্রতিবাদ করলেই তাঁরা বিজেপি হয়ে যেতেন না, বোঝা যেত যথার্থ বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিয়েছেন। এসব লিখে নিজের আসল পরিচয় স্পষ্ট করলেন না কি?"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান নিয়ে বেফাঁস মন্তব্যকে হাতিয়ার করে পথে নামছে তৃণমূল

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.): বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের সামান্য ভুলকেও হাতিয়ার করে নিজেদের শক্তি বাড়াতে চাইছে রাজনৈতিক দলগুলি। এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান নিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি ভুল মন্তব্যকে হাতিয়ার করে ইতিমধ্যেই পথে নামতে চাইছে তৃণমূল। দলীয় সূত্রে খবর ক্ষমাপ্রার্থী প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে রাজপথে মিছিল সমাবেশ করতে চাইছে রাজ্য শাসকদল।

বুধবার রাজ্য সফরে এসে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেন। তিনি বলেন বিশ্বভারতীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার এই মন্তব্যের পরেই সমালোচনার

ছয়ের পাতায়

নিহত কালাচাঁদ কর্মকারের বাড়িতে রাহুল সিনহা

তুফানগঞ্জ, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জের নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হাতে নভেম্বর মাসে বিজেপি নেতা কালাচাঁদ কর্মকার খুন হন বলে অভিযোগ। শনিবার তাঁর বাড়িতে যান দলের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা।

এদিন রাহুলবাবুর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন -সহ অন্য নেতারাও। বিজেপির ওই নিহত বুথ সম্পাদকের পরিবারে সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাসও দেওয়া হয়। আড়াই লক্ষ টাকার চেক দেওয়া হয় দলের তরফে। নেতাদের কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন কালাচাঁদের স্ত্রী, তাঁর মা ও তার দুই সন্তান। কালাচাঁদের খুনীরা যাতে কঠোরতম শাস্তি পায়, ওই নেতাদের কাছে সেই আবেদন জানান তাঁরা।

এর আগে গত ২১ নভেম্বর নিহত ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক রথীন্দ্রনাথ বসু ও আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জন বার্লা, দলের কোচবিহার জেলা সভানেত্রী মালতী রাভা রায়, জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী প্রমুখ।

সূত্রের অভিযোগ, "কালাচাঁদবাবুকে দিনের বেলায় পিটিয়ে মেরে ফেলা হল। তারপর এফআইআর করা হয় পাঁচ জনের বিরুদ্ধে। তাদের চার জনকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। মাত্র একজনকে ধরে নিয়ে এসেছে। তাও তাকে লঘু ধারা দেওয়া হয়।"

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

জানা---অজানা দিলীপ কুমার ও সেরা পাঁচ ছবি

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ‘কোহিনূর’ দিলীপ কুমার আজ ৯৮-তে পা রাখলেন। কিন্তু জন্মদিনটা তাঁর কাটছে ঘরে, শুয়ে-বসে। কেননা বয়সের ভারে তিনি বড় ক্লান্ত। গত কয়েক বছর বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভুগছেন বর্ষীয়ান এ অভিনেতা। এখন নড়াচড়াও করতে পারেন খুব কম। খাদ্যতালিকা যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি চিনতেও পারেন কয়েকটি মুখ। করোনাকালে প্রতিদিনই তাঁর শরীর খারাপের দিকে যাচ্ছে। দুর্বল হয়ে পড়ছেন কিংবদন্তিতুল্য এই অভিনেতা। তাঁর স্ত্রী সায়রা বানু সে রকমই জানিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

জন্মদিনের এই বিশেষ দিনে শুভেচ্ছা বার্তায় ভরে গেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। বলিউডের অনেক তারকা ছবি দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বর্ষীয়ান এ অভিনেতাকে। অজয় দেবগন টুইটারে লিখেছেন ‘শুভ জন্মদিন ইউসুফ সাহেব। আপনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। আপনি বছরের পর বছর ধরে আমার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন। আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আজ এবং সবসময়ের।’ এই বার্তাটির সঙ্গে দিলীপ কুমারের সঙ্গে নিজের একটি পুরোনো ছবি এই দিন শেয়ার করলেন অভিনেতা।

অন্যদিকে উর্মিলা লিখেছেন ‘বিশ্বের সব শব্দ যখন কোনো মানুষের বর্ণনা করতে ব্যর্থ হয়, তিনি দিলীপ কুমার— একজন অভিনেতা, একটি যুগ, এক কিংবদন্তি, একটি প্রতিষ্ঠান। অনেক আনন্দ পেতাম, যখন তিনি পর্দায় আসতেন প্রতিবার যেন জাদু নিয়ে হাজির হতেন তিনি। শুভ জন্মদিন।’

দিলীপ কুমারের নাম যুগের পর যুগ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে আসছে বিনোদন ভুবনে। কেননা বলিউড তো বটেই, ভারতের বাইরেও বিশ্বের অন্যতম উজ্জ্বল এক প্রতিভাবান তারকা তিনি। শুধু অভিনয় প্রতিভার কারণেই নয়, আরও বেশ কিছু দিক থেকে ভারতীয় ছায়াছবির জগতে কিছু মাইলফলক রচনা করেছেন তিনি।

জন্মদিনে আরও একটু জেনে নেওয়া যাক দিলীপ কুমারকে। হয়তো এসবের অনেকটা অনেকেরই অজানাও। ১৯২২ সালের ১১ ডিসেম্বর পাকিস্তানের কিসসা খাওয়ানি বাজারের জমিদার ও ফল ব্যবসায়ী লালা গুলাম সারওয়ার খানের ঘরে জন্ম হয় মহম্মদ ইউসুফ খান ওরফে দিলীপ কুমারের। ঠিক তার দুই বছর পর ১৯২৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর তার পাশের কাপুর হাভেলিতে জন্ম হয় রাজ কাপুরের। তাই শৈশব থেকেই দুজন বন্ধু। বাবার সঙ্গে মতদ্বৈততায় বাড়ি ছাড়েন দিলীপ কুমার। পরিচয় গোপন করে ক্যানটিন কন্ট্রাক্টরের কাজ করেছেন। পরে আর্মি ক্লাবে স্যান্ডউইচ বিক্রি করেছেন। এভাবেই পাঁচ হাজার টাকা জমিয়ে তিনি চলে যান ভারতের মুম্বাই। সেখানেই তাঁর জীবনে লাগে পরিবর্তনের হাওয়া। সেখানে তিনি নাম বদলে হন দিলীপ কুমার। সিনেমা জগতে দিলীপ কুমারের প্রবেশ দেবিকা রানির বম্বে টকিজ প্রযোজনা সংস্থার কর্মী হিসেবে। মাসিক ১ হাজার ২৫০ টাকার বিনিময়ে কাজ শুরু করেছিলেন তিনি। সেখানেই অশোক কুমার ও শশধর মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য পান।

অভিনেতা হিসেবে দিলীপ কুমার বলিউডে প্রবেশ করেন ১৯৪৪ সালে ‘জোয়ার ভাটা’ সিনেমার মাধ্যমে। তবে নায়ক হিসেবে তাঁকে পরিচিতি দেয় ১৯৪৭ সালে মুক্তি পাওয়া ‘জুগনু’ ছবিটি। তারপরই বলিউডে শুরু হয় দিলীপ কুমারের ‘নয়া দওর’। ‘মুঘল-এ-আজম’, ‘মধুমতী’ থেকে ‘ক্রান্তি’, ‘মশাল’, ‘কর্মা’, ‘সওদাগর’, ‘কিলা’। এভাবে প্রায় পাঁচ দশক বলিউডে রাজত্ব করেছেন কিংবদন্তিতুল্য এই অভিনেতা। তিনিই প্রথম অভিনেতা, যিনি প্রতি ছবির জন্য এক লাখ টাকা করে পারিশ্রমিক নিতে শুরু করেন।

সায়রা বানুর সঙ্গে সংসার করলেও শুরুতে, এমনকি এখনো, দিলীপ কুমারের নামের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে মধুবালার নাম। বলিউড তোলপাড় করা এক প্রেমকাহিনি সেটা। তাঁদের গল্পে প্রেম ছিল, বিরহ ছিল, ছিল অভিমান আর সবশেষে বিচ্ছেদ। ৯ বছর তিনি প্রেম করেন মধুবালার সঙ্গে। সেই সময়ের আলোচিত জুটি ছিলেন দিলীপ-মধুবালা। শেষ পর্যন্ত বিয়েটা করা হয়নি তাঁদের। শুরুতে সবাই রাজি ছিলেন।

মধুবালার বোন মধুর ভূষণ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘প্রথা অনুযায়ী ওড়না নিয়ে ভাইজানের (দিলীপ কুমার) বোন এসেছিলেন। ভাইজানও পাঠান ছিলেন। আমার বাবা কখনোই আপার (মধুবালার) বিয়েতে অমত করেননি। আমাদের সেই সময় যথেষ্ট অর্থ-সম্পদ ছিল। আপা ও ভাইজানকে দেখে মনে হতো, তাঁরা দুজন দুজনের। ভাইজান প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। তাঁরা লং ড্রাইভে যেতেন অথবা ঘরে একসঙ্গে গল্প করতেন।’

দিলীপ কুমার ও মধুবালার সম্পর্কের বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি “নয়া দৌড়” সিনেমার সময় একটি মামলা হয়। গোয়ালিয়রে শুটিং চলছিল। ওই জায়গায় “জাবিন জলিল” নামে অন্য এক সিনেমার শুটিং চলছিল। সেখানে কিছু লোক এক নারীর ওপর হামলা করে। এমনকি তার পোশাকও ছিঁড়ে দেয়। আমার বাবা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং লোকেশন পরিবর্তন করতে বলেন। এমন নয় যে তিনি আপাকে বাইরে শুটিং করতে দিতেন না। এর আগে মহেশ্বর, হায়দরাবাদ এবং অন্যান্য জায়গাতেও তিনি শুটিং করেছেন। ভাইজান আদালতে বাবাকে ডিক্টেটর সম্বোধন করেন এবং পরিচালকের পক্ষ নেন। এরপরই তাদের সম্পর্ক ভেঙে যায়।’

তবে পরবর্তী সময়ে আবারও সম্পর্ক জোড়া লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। মধুর ভূষণ বলেন, আপা ওই সময় অনেক কান্নাকাটি করতেন। তাঁরা বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য ফোনে কথাও বলেছেন। ভাইজান বলেছিলেন, ‘তোমার বাবাকে ছেড়ে আসো, আমি তোমাকে বিয়ে করব।’ অন্যদিকে আপা বলেছিলেন, ‘আমি তোমাকে বিয়ে করব, শুধু বাড়িতে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরো এবং মাফ চাও।’ শুধু জেদের কারণে তাঁদের সম্পর্ক ভেঙে যায়। কিন্তু আমার বাবা কখনোই চাননি এই সম্পর্ক ভেঙে যাক। এ ছাড়া ভাইজান এসে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবেন সেটিও চাননি।’

অভিনেত্রী সায়রা বানুকে বিয়ে করেন দিলীপ কুমার। মধুর ভূষণ বলেন, যখন তাঁর বিয়ে হয়, শুনে আপা অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন। কারণ আপা তাঁকে ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন, ‘তার ভাগ্যে সে (সায়রা বানু) ছিল, আমি না। তিনি একজন সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করেছেন। আমি তাঁকে নিয়ে খুশি।’ অবশ্য তাঁদের বিচ্ছেদের গল্পে কিশোর কুমারের নামটিও উচ্চারিত হয়। মধুবালাকে ভালোবাসতেন কিশোর কুমার। তুচ্ছ (পারিবারিক) কারণে সম্পর্ক ভাঙে মধুবালা-দিলীপের। মধুবালা তখন খুব অসুস্থ, ক্যারিয়ারও ম্লান হতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে।

সে সময়ই মধুবালাকে প্রেম নিবেদন করেন কিশোর। মধুবালার বুকে বাসা বেঁধেছিল মরণব্যাধি, আর মনে জমা ছিল ক্ষোভ। তবে অসুখের যন্ত্রণার চেয়ে দিলীপ কুমারের ওপর ক্ষোভটাই ছিল বেশি। এ জন্যই কালক্ষেপণ না করে জেদের বশেই নিয়ে নিলেন সিদ্ধান্তকিশোর কুমারকেই বিয়ে করবেন তিনি।

মধুবালার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর বৈজন্তিমালার সঙ্গে দিলীপ কুমারের সম্পর্ক গড়ে ওঠে বলে জানা যায়। তবে এ বিষয়ে তেমন তথ্য পাওয়া যায়নি। ২২ বছরের ছোট অভিনেত্রী সায়রা বানুকে নিয়ে সংসারজীবন শুরু করেন দিলীপ কুমার। সেই থেকে দুজন একে অপরের সঙ্গী। তাঁর সঙ্গেই ৫৫ বছরের সংসার নায়কের। কারও প্রশংসা পেতে নয়, বরং দিলীপ কুমারের সেবা করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করেন সায়রা বানু, এমনই জানিয়েছেন তিনি।

শোনা যায় ১৬ বছর বয়সে প্রথমবার ‘মুঘল-এ-আজম’ দেখেছিলেন সায়রা বানু। তৎকালীন অভিনেত্রী নাসিম বানুর মেয়ে সায়রা তখন থেকেই প্রেমে পড়ে যান হিরো দিলীপ কুমারের। সায়রার মা নাসিম সব সময়ই চাইতেন দিলীপ কুমারের সঙ্গে সায়রার সম্পর্ক হোক। কারণ, তখন তাঁরা দুজন হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে দিয়ে যাচ্ছিলেন একের পর এক হিট ছবি। এক সময় দিলীপ-সায়রার চার হাত এক হয় ১৯৬৬ সালের ১১ অক্টোবর।দেবদাস (১৯৫৫): বিমল রায়ের পরিচালনা এবং দিলীপ কুমারের অভিনয়, ‘দেবদাস’-এ দুইয়ের যুগলবন্দী তো বটেই, পাশাপাশি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ‘দেবদাস’ আরেকটি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই ছবিই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসকে ভারতের রুপালি পর্দায় জনপ্রিয় করে তোলে।

মধুমতী (১৯৫৮): শুধু দিলীপ কুমারের ক্যারিয়ারে নয়, ভারতীয় ছবির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে রেখেছে ‘মধুমতী’। বিমল রায়ের পরিচালনা, সলিল চৌধুরীর সুর, ঋত্বিক ঘটকের চিত্রনাট্য এবং অবশ্যই দিলীপ কুমারের অভিনয় এ ছবির অলংকার। ছবির নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বৈজয়ন্তীমালা।

মুঘল-এ-আজম (১৯৬০): না বললেই নয় সঞ্জয় লীলা বানসালি যদি সার্থকতার সঙ্গে ভারতীয় ছায়াছবির ধারায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নির্মাণের অন্যতম শিল্পী হন, তাহলে বলতেই হয় তাঁকে সেই প্রেরণা জুগিয়েছে কে আসিফের এই ছবি। মুঘল শাসনের পটভূমিতে রচিত এই অমর প্রেমের ছবিতে শাহজাদা সেলিমের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দিলীপ কুমার।

আন্দাজ (১৯৪৯): এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন নার্গিস, রাজ কাপুর ও দিলীপ কুমার। ত্রিকোণ প্রেমের গল্পও ভারতীয় ছবিতে এল এই প্রথম, দিলীপ কুমারের অভিনয় সেখানে মনে রাখার মতো।

নয়া দৌড় (১৯৫৭): এই ছবিতে টাঙ্গাওয়ালা শংকরের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দিলীপ কুমার। তাঁর হাত ধরেই ভারতীয় ছবিতে ধনী এবং নির্ধনের দ্বন্দ্বটি পরিস্ফুট হয়।

বর্ষসেরা দুই সৃষ্টি করোনার ভ্যাকসিন ও ‘উইলো’

মহামারিকালে এতটুকুও সময় নষ্ট করেননি পপ তারকা টেইলর সুইফট। প্রকাশ করেছেন তাঁর নবম স্টুডিও অ্যালবাম ‘এভারমোর’। পরিশ্রমের ফলও পেয়েছেন তিনি। মাত্র এক দিনে নতুন এই অ্যালবামের ‘উইলো’ গানটি দেখা হয়েছে এক কোটিবারের বেশি। ‘উইলো’ প্রশংসায় ভেসে যাচ্ছে। টুইটারে চলছে ‘হ্যাশট্যাগ উইলো’ ট্রেন্ড। অনেকে জানিয়েছেন, নতুন এই গান এই সময়ের জন্য একেবারে যথাযথ। একজন লিখেছেন, ‘জীবনে যত গান শুনেছি, “উইলো” সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘গানটি শুনতে শুনতে হৃদয় যেন চকলেটের মতো গলে গেল। চোখে পানি চলে এল। ২০২০ সালের সেরা দুই সৃষ্টির একটি করোনার ভ্যাকসিন ও অন্যটি ‘উইলো’, যেটাকে ‘মাস্টারপিস’ বললেও কম বলা হবে।’

এত প্রশংসা কেবল এক গান নিয়ে! এ ছাড়া অ্যালবামের ষষ্ঠ গান ‘নো বডি নো ক্রাইম’ নিয়েও চলছে ব্যাপক আলোচনা। এখানে টেইলরকে সঙ্গ দিয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেসের রক ব্যান্ড হায়েম। গানটির সঙ্গে ‘হায়েম সিস্টার্স’খ্যাত এস্টে হায়েম, ড্যানিয়েল হায়েম আর অ্যালানা হায়েমের যুক্ত হওয়ার কাহিনিও জানিয়েছেন টেইলর। আর টেইলর-এস্টের বন্ধুত্বের কথা কে না জানে।

একদিন টেইলর এস্টেকে বার্তা পাঠালেন, ‘তোমার পছন্দের রেস্টুরেন্টের নামটা পাঠাও।’ এরপর টেইলরের গানের লাইনে দেখা গেল, ‘এস্টে ওয়াজ নট দেয়ার। টুইসডে নাইট অ্যাট অলিভ গার্ডেন।’ গান লেখা শেষ করে টেইলর পাঠালেন এস্টেকে। সঙ্গে সঙ্গে এস্টে জানায়, তাদের ব্যান্ড গানটির সঙ্গে খুশি হয়ে যুক্ত হতে চায়। হেইম টেইলরের সঙ্গে যুক্ত হলো, না টেইলর হেইমের সঙ্গে? টেইলরের ঝটপট উত্তর, ‘আমি এখন “হেইম সিস্টার্সে”’র চতুর্থ সিস্টার।’

লাড্ডু খেতে ভারতে যাবেন নিক

কেবল ভারতীয় ‘দেশি গার্ল’ প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার প্রেমে হাবুডুবু খাননি নিক জোনাস। ভারতীয় সংস্কৃতি আর খাবারেরও প্রেমে পড়েছেন ২৮ বছর বয়সী এই মার্কিন পপ তারকা। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির স্বাদ নিতে চান কাছ থেকে। স্বাদ নিতে চান উৎসবে বানানো ভারতের লাড্ডুর। তাই এবারও রঙের উৎসব হোলি খেলতে নিক ভারতে আসবেন প্রিয়াঙ্কার হাত ধরে।

জীবনসঙ্গী নিকের সঙ্গে মার্কিন মুলুকে সুখের সংসার পেতেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। সংসার আর ক্যারিয়ারের কারণে সেখানে থাকলেও প্রিয়াঙ্কার নাকি মন পড়ে থাকে ভারতেই। এক অনুষ্ঠানে এই বলিউড ও হলিউড তারকা বলেন, ‘ভারতই আমার ঘর। নিকের হৃদয়েও ভারতের জন্য অগাধ ভালোবাসা। তাই আমরা হোলি উৎসব উপলক্ষে দশ-পনেরো দিনের জন্য ভারতে আসার পরিকল্পনা করছি।’

নিকও ভারতকে নিয়ে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। ভারতের মানুষ তাঁকে যেভাবে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছে, সে জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন নিক। এই মার্কিন পপ তারকা বলেন, ‘ভারতকে আমি প্রায় প্রিয়াঙ্কার সমান ভালোবাসি। ওর বোনেরা আমাকে ‘জিজু’ বলে ডাকে। এই ডাকটা আমার খুব ভালো লাগে। আমি এনজয় করি।’ নিক ভারতীয় রসনারও প্রেমে পড়েছেন। ভারতীয় খানাপিনা দারুণ উপভোগ করেন তিনি। প্রিয়াঙ্কা নিজে এ কথা জানিয়েছেন।

এই সাবেক বিশ্বসুন্দরী বলেন, নিক ভারতীয় মিষ্টি খেতে দারুণ ভালবাসেন। নিকের সবচেয়ে পছন্দের মিষ্টি লাড্ডু। আর হোলিতে ভারতে আসতে চান তিনি রং খেলবেন আর লাড্ডু খাবেন বলে। একটু একটু করে হিন্দি ছবিও দেখা শুরু করেছেন নিক। তবে আপাতত স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার ছবি দেখছেন তিনি। মার্কিন এই তারকা বলেছেন, ‘আমি বেশ কিছু হিন্দি ছবি দেখেছি। প্রিয়াঙ্কার ‘বরফি’ আর ‘দিল ধড়কনে দো’সহ কয়েকটা ছবি দেখেছি।’

করোনা প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, ‘সত্যি আমরা ভাগ্যবান যে কোয়ারেন্টিনে আমরা খুব ভালো ছিলাম। প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা আমাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পেরেছি। ভারতের অধিকাংশ মানুষের কাছে তা নেই। পরিযায়ী শ্রমিকদের কষ্টের শেষ ছিল না।’ করোনার সময় বিনোদনের ক্ষেত্রে ওটিটি প্লাটফর্মের ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কা বলেন, ‘ভারতের অধিকাংশ মানুষের হাতে স্মার্টফোন আর ল্যাপটপ আছে। লকডাউনে ঘরে বসে এর ভেতরই চলেছে বিনোদন। ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো সেই সুযোগ সঠিকভাবে নিয়ে ডালপালা মেলেছে। সামনে ওটিটির আরও ভালো সময় আসছে।’মার্কিন সায়েন্স ফিকশন ছবি ‘ম্যাট্রিক্স ফোর’-এ দেখা যাবে প্রিয়াঙ্কাকে। এ ছাড়া হলিউডের আরেকটি ছবি ‘উই ক্যান বি হিরোজ’—এও দেখা যাবে তাঁকে। এদিকে বলিউডের ছবি ‘দ্য হোয়াইট টাইগার’---এর শুটিং শেষ। এখানে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে পর্দা ভাগ করবেন রাজ কুমার রাও। এই ছবির প্রযোজকও প্রিয়াঙ্কা।

সারা ভারত কৃষক সভা
ত্রিপুরা রাজ্য কাউন্সিল

শনিবার আগরতলায় সাড়া ভারত কৃষি সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

স্থিতিশীল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বিকেলে নিজে থেকেই খেতে চেয়েছেন চা

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.): আপাতত সংকটমুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাঁর শরীরের সমস্ত প্যারামিটার আপাতত স্বাভাবিক। শনিবার বিকেলের বুলেটিনে এমনই জানিয়েছেন উডল্যান্ডস হসপিটালের বুদ্ধবাবুর চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকরা।

এদিনের বিকেলের বুলেটিনে জানানো হয়েছে, এখন মোটামুটি সুস্থ রয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাঁর শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৬। স্বাভাবিক রয়েছে শরীরের সমস্ত প্যারামিটার। আপাতত রাইলস টিউবের মাধ্যমে খাওয়ানো হচ্ছে তাঁকে। কিন্তু বিকেলে নিজেই চা খেতে চেয়েছিলেন। তখন তাকে ব্ল্যাক-টি দেওয়া হয়েছিল। মৌখিক মাধ্যমে সেই চা খেয়েছেন বুদ্ধবাবু। রাতে খেতে চেয়েছেন সুপ।

চিকিৎসকদের তরফে আজকে জানানো হয়েছে, চেস্ট ফিজিওথেরাপি শুরু হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। মাঝে মাঝে তাঁকে ভেন্টিলেশন থেকে বার করে দেখা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভেন্টিলেশন ছাড়াও সুস্থ থাকছেন তিনি। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহের শুরুর দিকেই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হতে পারে। এর আগেও যখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তখন সামান্য সুস্থ বোধ করলে তিনি বাড়ি যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠতেন। এবারেও যদি তিনি বাড়ি যেতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছে কেও গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখবেন চিকিৎসকরা। কারণ বুদ্ধবাবুর বাড়িতে বিভিন্ন মেডিকেল সেটআপ রয়েছে। সেখানে নেবুলাইজার, বাইপাপ সাপোর্ট নেওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করা রয়েছে। এই সে ক্ষেত্রে তিনি যদি বাড়িতে থাকতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তাহলে তাঁকে বাড়ি পাঠানোর বিষয়ে গুরুত্বসহকারে ভাবনা চিন্তা করবেন চিকিৎসকরা।

উডল্যান্ডস হাসপাতালের সিইও রূপালী বসু শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "সুস্থতার সব মাপকাঠিতে ওঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি দেখে আমরা সন্তুষ্ট। আপাতত নল দিয়ে খাবার খাচ্ছেন। ক্যাথেটার খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করছি। আর সঙ্কটজনক বলব না। আশাব্যঞ্জকভাবে উনি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন। বুদ্ধবাবু এখন সঙ্কটমুক্ত বলা যায়। আমরা সোম-মঙ্গলবারের মধ্যে ওঁকে ছাড়ার পরিকল্পনাও করছি।" বুদ্ধবাবুর চিকিৎসক দলের সদস্য কৌশিক চট্টোপাধ্যায় বলেন, "পাঁচদিনের অ্যান্টিবায়োটিক কোর্সের মধ্যে তিনদিন হয়েছে। ক্যাথেটার আজ খোলা হবে। এরপর রাইলস টিউব খোলা হলে মুখ দিয়ে খেতে পারবেন। রক্তচাপ মাপার জন্য ধমনীর মধ্যে একটা লাইন আছে সেটা খোলা হবে। সব ঠিক থাকলে দু' তিনদিনের মধ্যে ছাড়া হতে পারে।"

রাজনীতির স্বার্থে মহিলা কমিশনার কলকাতায়, কটাক্ষ সৌগতর

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.): শুধুই রাজনীতির স্বার্থে জাতীয় মহিলা কমিশনার কলকাতায়। এভাবেই জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সেন রেখা শর্মার রাজ্য সফরকে কটাক্ষ করলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। শনিবার তৃণমূল ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সেন রেখা শর্মার অভিযোগকে কার্যত উড়িয়ে দিলেন। তিনি বলেন, "রাজনীতি করার জন্য জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ার পার্সেন রেখা শর্মা কলকাতায় এসেছেন। তাঁর সব আভিযোগ ভিত্তিহীন।" শুক্রবারই বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠকে রেখা শর্মা জনিয়েছিলেন, এ রাজ্যে নারী নির্যাতন ও পাচার তুলনামুলক ভাবে বাড়ছে। তাঁর কাছে এ পর্যন্ত প্রায় ২৬০ টি আভিযোগ জমা পড়েছে। একই সঙ্গে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন। পাশাপাশি তিনি আরও জানিয়েছেন রাজ্যের তরফে তিনি কোনও প্রকার সহযোগিতাও পাচ্ছেন না। এদিন তারই পালটা দিলেন সৌগত রায়।

তিনি বলেন, এ রাজ্যে অন্যান্য ক্রাইম রেট অনেক কম। যেখানে বাংলার থেকে অন্যান্য রাজ্যে তা অনেক বেশি। সৌগতবাবু এদিন, ২০১৪ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যের ক্রাইম রেটের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'দিল্লিতে জেনারেল ক্রাইম রেট ১৪৫৭, আহমেদাবাদে ৮২৬, সে তুলনায় কলকাতায় মাত্র ১৫২। অন্যদিকে ২০১৪ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত রাজ্যে ইনক্রিজিং ক্রাইম রেটও অনেক কমে গিয়েছে'। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, 'তুলনামূলক ভাবে কেন্দ্রে মোদী সরকার আসার পর থেকে বিভিন্ন রাজ্যে ক্রাইম রেট বেড়ে গিয়েছে। উদাহরণ সরূপ উত্তরপ্রদেশে বেড়েছে ৫৬ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে ৩৯ শতাংশ, রাজস্থানে ৩৩ শতাংশ। সেদিক থেকে দেখতে গেলে পশ্চিমবঙ্গে ২১ শতাংশ ক্রাইম রেট কমে গিয়েছে'।

এদিন সকালেই জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ার পার্সেন রেখা শর্মা রাজভবনে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে বৈঠক করতে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা একজন বিজেপির মানুষ। তিনি বাংলার ক্রাইম রেট প্রসঙ্গে কিছুই জানেন না। রাজ্যপালের কাছ থেকে বুদ্ধি নিচ্ছেন। তিনি আজকে জগদীপ ধনকরের কাছে দু''ঘণ্টা ছিলেন। ওটাই তো এখন বিজেপির হেডকোয়ার্টার। তারপরে এ সব বলেছেন। সুতরাং রাজনীতি করতে এসেছেন'।

ঝাড়গ্রামে কলেজ উন্নয়ন খাতের টাকা তছরুপের অভিযোগ গ্রেফতার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

ঝাড়্গাম, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.) : কলেজ উন্নয়ন খাতের সাড়ে চুয়াত্তর লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ কলেজের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে শনিবার জামবনি ব্লকের কাপগাড়ি সেবাভারতী কলেজের অ্যানথ্রপলজিক্যাল বিষয়ের অধ্যপক সুতপা ঘোষকে ঝাড়গ্রাম শহর থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদিন তাকে আদালতে তোলা হয়েছিল।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে আদলত তাঁকে জেলা হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সুতপা দেবী কাপগাড়ি সেবাভারতী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন।সেই বছর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে কলেজের উন্নয়ন ফান্ডের টাকা তছনছ করার।কলেজ সূত্রে জানা গিয়ছে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা তুললেও তার কোন হিসেব দেখাতে পারেননি বলে অভিযোগ।এরপর তাকে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।সেই জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয় কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল বিনোদ চৌধুরীকে।কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে এরপর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও সুতপা দেবী কলেজ খাতের উন্নয়নের টাকা খরচের কোন হিসেব দিতে পারেন নি।

২০১৮ সালে কলেজ পরিচালন কমিটর পক্ষ থেকে জামবানি থানার সাড়ে চুয়াত্তর লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ জানানো হয়।২০১৯ সালের আগস্ট মাসে কলেজে প্রশাসক নিয়োগ হয়।এদিন ঝাড়গ্রাম শহর থেকে জামবনি থানার পুলিশ গ্রেফতার করে সুতপা দেবীকে।বর্তমান কাপগাড়ি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল,ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বিনোদ চৌধুরী বলেন " ২০১৮ সালে কলেজ পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে সুতপা ঘোষের বিরুদ্ধে কলেজের উন্নয়ন খাতের সাড়ে চুয়াত্তর লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ থানায় করা হয়েছিল।২০১৬ সালে যখন উনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন তখনই এই অভিযোগ উঠেছিল।লক্ষ লক্ষ টাকা তুললেও সেই টাকা কিভাবে খরচ হল তার কোন হিসাব দিতে পারেন নি।ওনাকে বারে বারে বলা বলেও তিনি হিসাব দিতে পারেন নি।এদিন তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ"

ত্রিবেনী যুব কল্যান আর্গানাইজেশনের উদ্যোগে গণবিবাহ অনুষ্ঠিত হল ঝাড়গ্রামে

ঝাড়্গাম, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.) : ত্রিবেনী যুব কল্যান আর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে ধুমধাম করে দেওয়া হল বারো জোড়া ছেলে মেয়ের গণবিবাহ। এবছর বারো তম বর্ষে বারো জোড়া ছেলে মেয়ের বিবাহ ঘিরে এলাকায় মানুষ জন মেতে উঠলেন নির্মল আনন্দে।গণ বিবাহ কিন্তু পাত্র পাত্রীদের উপহার বা আয়োজনে কোন খামতি রাখেন নি উদ্যোক্তরা।গত এগারো বছর ধরে গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের ত্রিবেনী যুব কল্যান আর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে প্রতিবছর নিয়ম করো এলাকা এবং পার্শবর্তী ঝাড়খন্ড,ওড়িশা রাজ্যের দুঃস্থ ছেলে মেয়েদের বিবাহের আয়োজন করা হয়ে আসছে।প্রতিবছর অনেক বেশি সংখ্যায় ছেলে মেয়েদের নিয়ে গন বিবাহের আয়োজন করা হয়।এছাড়াও প্রতিবছরই নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও ছড়িয়ে যায় কুড়ি হাজার।কিন্তু এবার করোনা আবহে সেই সংখ্যা কমেছে।সামজিক ব্যবধান বাজায় রাখতে নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা এবং পাত্র পাত্রীর সংখ্যায় তাই কম করা হয়েছে।মাস্ক,স্যানিটাইজার ব্যবহার আবশ্যিক করা হয়েছে।

ছয়ের পাতায়

পুরভোট নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে এই মুহূর্তে কোনও বৈঠক নেই : ফিরহাদ

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.): কবে হবে পুরনির্বাচন! তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। শনিবার এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য ফিরহাদ হাকিম জানান, এই মুহূর্তে নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কোনও বৈঠক কর্মসূচি নেই। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের তরফে পাঠানো নোটিশের জবাব দিয়েছে কর্তৃপক্ষ, জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, করোনা আবহে থমকে গিয়েছে পুরভোট। তবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ভাগে বা মার্চের প্রথম দিকে কলকাতা পুরসভার ভোট হতে পারে। এমনটাই জল্পনা উঠেছে প্রশাসনিক মহলে। এদিকে সুপ্রিমকোর্টে জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে জানুয়ারি মাসের মধ্যেই রাজ্য ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হয়ে যাবে। এই নিয়ে কলকাতা পুরসভার তরফের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে ভোট করানো সম্ভব না হলে স্বাধীন নিরপেক্ষ প্রশাসক নিয়োগ করতে হবে বলে বিচারপতিরা জানিয়েছিলেন।

এদিকে কলকাতা পুরসভায় কবে ভোট হবে তা ১০ দিনের মধ্যে জানানোর নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। অন্যথায় এবার কলকাতা পুরসভার মাথায় স্বাধীন প্রশাসক বসাতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে পুর কর্তৃপক্ষের তরফে বলে জানিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু কবে পুরসভার ভোট হবে এবং তা বিধানসভা ভোটের আগে হবে কিনা সেই বিষয়ে আলোকপাত করেননি তিনি। এমনকি এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বসার কোন পরিকল্পনা এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের নেই বলেও জানান তিনি। আসন্ন ২০২১ এর মার্চের শেষের দিকে বা এপ্রিলে হতে পারে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই পৌরসভা নির্বাচন করিয়ে নিতে চাইছে রাজ্য সরকার এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ।

জানা গেছে বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একপ্রস্ত বৈঠক করেছেন ফিরহাদ হাকিম। সূত্রে খবর, রাজ্যের অন্যান্য পুরসভাগুলি নয়, শুধুমাত্র কলকাতা পুরসভা নির্বাচন আপাতত করতে চাইছে প্রশাসন। কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্যান্য পুরসভাগুলিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কলকাতা পুরসভার নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলে আদালতে জনস্বার্থ মামলার মুখে পড়তে হতে পারে প্রশাসনকে, দাবি বিশেষজ্ঞ মহলের।

হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের বিক্ষোভ গয়েরকাটায়

গয়েরকাটা, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিরঞ্জনপাঠ এলাকায় হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক পরিবারের সদস্যরা শনিবার গয়েরকাটায় বনদপ্তরের মোরাঘাট রেঞ্জ অফিসে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হলেন।

এদিন মোরাঘাট রেঞ্জ অফিস চত্বরে প্রবেশ করার মুখে পুলিশ ও বনকর্মীদের বাধার মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ তোলেন আন্দোলনকারীরা। পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তিতেও জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরা। এই ঘটনায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায় মোরাঘাট রেঞ্জ চত্বরে।যদিও পুলিশ সূত্রে খবর, আন্দোলনকারী আগে কোন অনুমতি না নিয়েই হঠাৎ করে বনদপ্তরের অফিসে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন, যা আইন বিরুদ্ধ।

এদিন আন্দোলনকারীদের তরফে এও জানানো হয়, দফতরে ঢুকতে গেলে তাদের বাধার মুখে পড়তে হয়। তাদের দাবি না মানা অবধি তাঁরা আন্দোলনে অনড় থাকবে। যদিও পড়ে মোরাঘাট রেঞ্জ অফিসারের সাথে আলোচনার অবস্থান বিক্ষোভ থেকে সরে আসেন আন্দোলনকারীরা।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ২৭১০, মৃত্যু হয়েছে ৪৪জনের

কলকাতা, ১২ডিসেম্বর (হি. স.): গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৭১০জন আক্রান্ত হয়েছেন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ২৯১৩জন। তবে সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৩.৮৩শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৪জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৮.১৪শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। শনিবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৩হাজার ৩৪জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫লাখ ১৯হাজার ২১৫জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৪লাখ ৮৭হাজার ১৭১জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৯০১০জনের। এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৬২জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ৭৩০জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ১৬ জনের। বর্তমানে এখন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৫৫৩৮জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৪২জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৭২২জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪২হাজার ১০৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৬৩লাখ ৮২হাজার ২৭৮টি। এখন রাজ্যে ৯৬টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

হালিশহরে বিজেপি কর্মীর খুনের ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি স) : শনিবার উত্তর ২৪ পরগণার হালিশহরে এক বিজেপি কর্মীর খুনের ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। আহত হয়েছেন বিজেপি-র আরও ছয় সমর্থক।

বিজেপি-র তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, "আর একটি দিন, আর একটি হত্যা। হালিশহরে বিজেপির দুয়ারে দুয়ারে কার্যক্রম 'আর নয় অন্যায়' কর্মসূচি চলছিল। সে সময়ে সৈকত ভাওয়াল নামে বিজেপির কার্যকর্তাকে নৃশংসভাবে খুন করে তৃণমুল দুষ্কৃতীরা। আক্রান্ত বাকি ৬ জন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। পিসি এইভাবে কখনও ক্ষমতা ধরে রাখা যায়না!"

হালিশহরে নৃশংস ঘটনা নিয়ে বীজপুরের বিধায়ক তথা দলের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি মুকুল রায়ের পুত্র শুভ্রাংশু রায় বলেন, "স্থানীয় মিউনিসিপালিটির ৬ নম্বর ওয়ার্ডে এটি হয়েছে। খুনের বদলা খুন কথাটা বলব না। কারণ, কোনও মায়ের কোল এভাবে খালি হোক তা চাইনা। তবে, আমরাও ছেড়ে দেব না। এর জবাব দেব।"

মেটেলি রাজ্য সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল স্বামী, আহত স্ত্রী

চালসা, ১২ নভেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের চালসা-মেটেলি রাজ্য সড়কের আইভিল মোড় সংলগ্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। আহত হয়েছেন আরও একজন। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে।

মৃত ব্যক্তির নাম দেবেন্দ্র ভুজেল। গুরুতর আহত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী আশমী ভুজেল। তাঁদের বাড়ি সামসিং ফাঁড়ি এলাকায়। বর্তমানে আহত মহিলা মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মেটেলি থানা সূত্রে খবর, এদিন সন্ধ্যায় স্কুটি করে স্বামী স্ত্রী বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় আইভীল মোড় এলাকায় উল্টো দিক থেকে আসা একটি ছোট যাত্রীবাহী গাড়ির সঙ্গে তাঁদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। স্থানীয় জনগণ আহত স্বামী ও স্ত্রীকে চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক স্বামী দীপেন্দ্রকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মেটেলি থানার পুলিশ। পুলিশ স্কুটি ও ছোট গাড়িকে আটক করেছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রবিবার জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

সার্বিয়ার বেলগ্রেডে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক কুস্তি প্রতিযোগিতা

বেলগ্রেড, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতিতে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক কুস্তি প্রতিযোগিতা। দীর্ঘদিন স্থগিত হয়েছিল এই কুস্তি। শনিবার থেকে সার্বিয়ার বেলগ্রেডে কুস্তির বিশ্বকাপ।

বিভিন্ন দেশের আপত্তির পর কুস্তির বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ বাতিল করে দেয় বিশ্ব কুস্তি সংস্থা। তার পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্তরে কুস্তি বিশ্বকাপের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন থেকে শুরু হয়ে আগামী ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলবে বলে জানা গিয়েছে।

পর্ণশ্রীতে মেয়ের সঙ্গে খেলতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু বাবার

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.): ছোট্ট এক রত্তি মেয়ের সঙ্গে খেলতে গিয়ে ঘটলো বিপত্তি। শনিবার সকালে মেয়ের সঙ্গে ছাদে গিয়ে খেলেছিলেন বাবা। এরপরে হঠাৎই অসাবধানবশত হাত ফসকে ছাদ থেকে নীচে পড়ে যায় মেয়ে। তাকে বাঁচাতে ঝাঁপ দেন বাবাও। ছাদ থেকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাবার। আশঙ্কা জনক অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছোট্ট এক রত্তি।

পেশায় রেলকর্মী সুভাষ পান্ডা পরিবার নিয়ে থাকতেন পর্ণশ্রীর ফ্ল্যাটে। তাঁর আসল বাড়ি উড়িষ্যায়।অন্যান্য দিনের মতো শনিবারও সকাল বেলা ছাদে উঠে মেয়েকে নিয়ে খুনসুটি করছিলেন সুভাষ বাবু। হঠাৎ করে দিন পাঁচিলের কাছাকাছি মেয়েকে কোলে নিয়ে নাচাতে গিয়ে হাত ফসকে নিচে পড়ে যায় শিশুটি।

এরপরই তাকে বাঁচাতে ফ্ল্যাটের ছাদ থেকে ঝাঁপ দেন বাবা। শিশুটি নিচে একটি গাছের তলায় মাটির উপর পড়ায় আঘাত প্রাপ্ত হলেও প্রাণে বেঁচে আছে। কিন্তু সুভাষবাবু ছাদ থেকে সিমেন্টের রাস্তার উপরে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। এরপরে প্রত্যক্ষদর্শীরা ওই শিশুকে উদ্ধার করে প্রথমে বিদ্যাসাগর হাসপাতলে নিয়ে যায়। এখান থেকে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

বাংলায় এনআরসি রূপায়ণের পরিকল্পনা নেই, আশ্বাস বিজয়বর্গীয়র

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.) : বাংলায় এনআরসি রূপায়ণের কোনও পরিকল্পনা নেই। শনিবার ঠাকুরনগরে এই দাবি করেছেন রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় । মতুয়াদের ঠাকুরবাড়িতে গিয়েও একই কথা বলেন। সেই সঙ্গে আশ্বাস দেন, বাংলায় নাগরিকত্ব আইন (সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট) লাগু করা হবে। এবং তা খুব শিগগিরই করা হবে।

কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, "বাংলায় এনআরসি নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। অসমে তা করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনআরসি নিয়ে মানুষে ভুল বোঝাচ্ছেন বলেও দাবি করেছেন বিজয়বর্গীয়। তাঁর আরও দাবি, বিজেপি কখনও বাংলায় এনআরসি-র কথা বলেনি।এই সঙ্গে কৈলাশবাবু বলেন, 'সিএএ-তে এমন কিছু নেই যার বিরোধিতায় এত আন্দোলন করতে হবে। এই আইন কার্যকর হলে কার ক্ষতি? শুধুমাত্র বিরোধীরা বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের মানুষকে ভুল বোঝাতে আন্দোলন করছে।"

উল্লেখ্য, শুক্রবারই এক বছর পূর্ণ হল সিএএ-র। কাল আইনটির বর্ষপূর্তিতে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখায় উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যের বিরোধী দলগুলি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে মিছিল বের করে দিনটিকে "কালা দিবস" স্লোগান তোলা হয়। তবে এরই মাঝে উত্তর-পূর্বের অসমে বিজেপির জয়রথ অব্যাহত।

দুদিনের জন্য কৈলাশ বিজয়বর্গীয় এসে কিছুই করতে পারবেন না, কটাক্ষ ফিরহাদের

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.): "দুদিনের জন্য কৈলাশ বিজয় বর্গীয় এসে কিছুই করতে পারবেন না"। শনিবার বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের বাড়িতে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়র যাওয়া নিয়ে এমনটাই কটাক্ষ করেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। জানা গিয়েছে, আগামী ১৯ ডিসেম্বর রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁরও ঠাকুরনগরে যাওয়ার কথা। মতুয়া ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে এভাবেই উঠেপড়ে লাগল বিজেপি। যা নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

এদিন ফিরহাদ হাকিম কটাক্ষ করে বলেন, "মতুয়াদের সঙ্গে তৃণমূল সরকারের সম্পর্ক বরাবরের জন্যই ভাল। মতুয়াদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক কিছুই করেছেন। সেখানে ইউনিভার্সিটি, ঘাট, এমনকি বড়মার জন্য অনেক কাজ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই দুদিনের জন্য সেখানে কৈলাশ বিজয়বর্গী এসে কিছুই করতে পারবেন না"। এরপরেই তাঁর কটাক্ষ, "যা করবেন তা শুধু লাফালাফি এবং তা নিয়ে নানা মিডিয়াতেও দেখানো হবে। এলাম দেখলাম জয় করলাম বিষয়টি মোটেও নয়।মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বরাবরের জন্যই মতুযা সংগঠনের সম্পর্ক ভালো এবং আগামীদিনেও তারা তৃণমূল সরকারের সঙ্গে আছে"।

শনিবার কৈলাসবাবু বৈঠক করেন শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ মন্দিরে যান। কৈলাসবাবু বলেন, "শুধু দেখা করতে এলাম। ঠাকুর দর্শন করতে এলাম। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গেও দেখা করতে এসেছি।" সূত্রের খবর, তিনি শান্তনুবাবুকে আশ্বস্ত করেছেন যত শীঘ্র সম্ভব নাগরিকত্ব আইনের রূপায়ণ হবে। কোনও অবস্থায় এর অন্যথা হবে না"।

জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলা : তিন আইপিএস অফিসারকে কেন্দ্রীয় পদে তলব

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.) : তিন আইপিএস আধিকারিককে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে কাজ করাতে চেয়ে তলব করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সূত্রের খবর, বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সাম্প্রতিক সফরে তাঁর কনভয়ের ওপর আক্রমণের জেরে এই নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্র।

সূত্রের খবর, বাংলার তিন আইপিএস অফিসারকে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে কাজের জন্য ডেকে পাঠিয়েছে অমিত শাহের মন্ত্রক। এই তিন আধিকারিক হলেন, ভোলানাথ পান্ডে (ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার), রাজীব মিশ্র (দক্ষিণবঙ্গের এডিজি) এবং প্রবীণ ত্রিপাঠী (ডিআইজি, প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ)। তিনজনই জেপি নাড্ডার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন।

জেপি নাড্ডার সফরে নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এর পর ডায়মণ্ড হারবার যাওয়ার পথে নাড্ডাবাবুর কনভয়ে হামলা হয়। তারপরই রাজ্যপালের কাছে রিপোর্ট চায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

ছয়ের পাতায়

ফরহাদ হাকিমকে আইনি নোটিশ বৈশাখীর

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.): মিল্লি আল আমিন কলেজ থেকে বদলি করা হয়েছে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই বিষয়টি মোটেই ভাল ভাবে নেননি তিনি। তাঁর অভিযোগ ছিল, পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কথাতেই তাঁকে বদলি করা হয়েছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁকে 'উপড়ে' ফেলা এত সহজ নয়। এই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরহাদ হাকিমকে আইনি নোটিশ পাঠালেন বৈশাখী দেবী।

তখনও তিনি বিজেপিতে যোগদান করেননি। সেই সময় থেকে মিল্লি আল-আমিন কলেজ ফর গার্লস কলেজে তাঁর ভূমিকা নিয়ে সরগরম 'শিক্ষা রাজনীতি'। এরপর বিজেপিতে পাকাপাকিভাবে বৈশাখী যোগ দেওয়ায় সেই তরজা-আগুনে ঘি পড়ে। তাঁর অভিযোগ, 'পুরমন্ত্রী বলেছেন মিল্লি আল-আমিন কলেজের টিচার ইনচার্জকে উপড়ে ফেলে দেওয়া উচিৎ।" আর এরপরেই বদলির নোটিশ পান তিনি। তবে এই ঘটনার শেষ দেখেই ছাড়বেন বলে হুঁশিয়ারি দেন বৈশাখী দেবী। রাজ্যের পুরমন্ত্রীকে তাঁর 'বিতর্কিত মন্তব্য'র জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে বললেন বৈশাখীর আইনজীবী। না হলে ফিরহাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হবে বলেও আইনি নোটিসে লেখা হয়েছে। একইসঙ্গে কলকাতা পুরসভার ৫৪ নম্বর ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি আমিরুদ্দিন ববিকেও নোটিস পাঠানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "ফিরহাদ ও আমিরুদ্দিন ববি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও চূড়ান্ত দায়িত্ব জ্ঞানহীনের মতে কাজ করেছেন। আমি একজন শিক্ষক এবং একজন মহিলা। তা সত্ত্বেও আমার সম্পর্কে অত্যন্ত অবমাননাকর মন্তব্য করে যেভাবে আমাকে জনসমক্ষে অপদস্থ করার চেষ্টা তাঁরা করেছেন সেটার একটা প্রতিবাদ হওয়া দরকার। শুধু অবমাননা করেই এরা থামেননি। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে আমাকে রাতারাতি বদলিও করা হয়েছে। এই পরিস্থিতির মুখে ভবিষ্যতে যাতে আর কাউকে পড়তে না হয়, তার জন্যই আমি এই আইনি পদক্ষেপ করলাম।"

যদিও এই প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, তিনি কোনও আইনি নোটিশ পাননি। নোটিশ পেলে তবেই এই বিষয়ে মন্তব্য করবেন তিনি।

বদলিদের মধ্যে একজন মমতা-কে প্রণাম করা পুলিশ অফিসার অমিত মালব্য

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির বঙ্গ সফরে হামলার ঘটনায় ক্রমশ সংঘাত বাড়ছে কেন্দ্র-রাজ্যের। শনিবার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য এই ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন।

সূত্রের খবর, রাজ্যের তরফে ফের কেন্দ্রকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তাতে সাফ জানানো হয়েছে, কেন্দ্র এভাবে কোনও রাজনৈতিক নেতার নিরাপত্তায় গাফিলতির কারণ দেখিয়ে আইপিএস আধিকারিকদের কেন্দ্রে সাময়িক দায়িত্বে পাঠাতে পারে না।অমিতবাবু এক বিবৃতিতে জানান, "৩ জন আইপিএস অফিসারের

ছয়ের পাতায়

শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে মতুয়াদের স্বীকৃতি নিয়ে আশ্বাস কৈলাশ বিজয়বর্গীয়র

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.) : বেশ কিছুদিন ধরে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। কেবল ঘনিষ্ঠ বৃত্তেই নয়, সভাতেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করছিলেন। শনিবার ঠাকুরনগরে তাঁর কাছে গেলেন দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়।

জানা গিয়েছে, আগামী ১৯ নভেম্বর রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁরও ঠাকুরনগরে যাওয়ার কথা। মতুয়া ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে এভাবেই উঠেপড়ে লাগল বিজেপি।

সংসদে নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন হওয়ার পরে মতুয়ারা বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকে নিয়ে এলাকায় ‘বিজয় মিছিল’ করেছিলেন। এটি পাশ হওয়ার পিছনে তাঁর ভূমিকা আছে বলে মানেন মতুয়া ভক্তদের অনেকেই। কিন্তু আইন পাশ হলেও কবে তা এ রাজ্যে কার্যকর হবে, তা নিয়ে স্পষ্ট ঘোষণা নেই কেন্দ্রের তরফে। এই পরিস্থিতিতে অস্বস্তিতে পড়েছেন শান্তনু। নাগরিকত্ব আইন দ্রুত প্রণয়নের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠিও দিয়েছেন।

শান্তনুবাবু বলছেন, “ন’মাস হয়ে গিয়েছে লোকসভা-রাজ্যসভায় পাশ হয়ে নাগরিকত্ব আইন তৈরি হয়েছে। কিন্তু আইন এখনও কার্যকর হয়নি। যা নিয়ে মতুয়ারা আমায় প্রশ্ন করছেন। উত্তর দিতে না পেরে আমাকে নির্বাক থাকতে হচ্ছে। আমি দোটানায় পড়ে গিয়েছি।” গত অক্টোবর মাসে বিজেপি নেতা তথাগত রায় ঘুরে যান ঠাকুনরগরের ঠাকুরবাড়ি থেকে। আলোচনা করেন শান্তনুবাবুর সঙ্গে। দীর্ঘ দিন ধরেই মতুয়াদের সঙ্গে সুসম্পর্ক আছে তথাগতবাবুর। শান্তনুবাবুর ‘মন বুঝতে’ দলের তরফে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল বলে মনে করছে বিজেপি জেলা নেতৃত্বের একটি অংশ।

শনিবার কৈলাসবাবু বৈঠক করেন শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ মন্দিরে যান। কৈলাসবাবু বলেন, “শুধু দেখা করতে এলাম। ঠাকুর দর্শন করতে এলাম। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গেও দেখা করতে এসেছি।“ সূত্রের খবর, তিনি শান্তনুবাবুকে আশ্বস্ত করেছেন যত শীঘ্র সম্ভব নাগরিকত্ব আইনের রূপায়ণ হবে। কোনও অবস্থায় এর অন্যথা হবে না।‘

নরেন্দ্র সিং তোমর

আটের পাতার পর

আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পের অন্তর্গত কৃষিক্ষেত্রে পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক লক্ষ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অর্থ দিয়ে হিমঘর, গুদাম, গ্রাইন্ডিং এবং প্যাকেজিং তৈরি করা হবে। কৃষি ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০ হাজার কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে পরিকাঠামো গড়ে উঠলে ফসলের ন্যায্য দাম পেতে কৃষকদের অসুবিধা হবে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছোট কারখানাগুলি বিভিন্ন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হলে লাভবান হবে কৃষকরা। আগামী দিনে ১০ হাজার এফ পি ও গড়ে তোলা হবে। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৬৮৫০ কোটি টাকা। এতে উপকৃত হবে ছোট কৃষকরা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ছোট কৃষকদের সংগঠিত করা হবে এবং কৃষি ক্ষেত্রে তাদের যাবতীয় সহায়তা করা হবে। কৃষির সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ৫০ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, কেন্দ্রের প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিয়ে কৃষি আন্দোলন এখনো অব্যাহত দিল্লির সীমান্তজুড়ে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে অ-অরুণাচলিদের সুযোগ নয়, বিজয়নগরে থানা সহ সরকারি দফতরে অগ্নিসংযোগ

ইটানগর, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.) : আঞ্চলিকতা ক্রমশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য বিপদ ডেকে আনছে। অরুণাচল প্রদেশের বিজয়নগর অঞ্চলে স্থানীয়দের এমনই মানসিকতা আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। অ-অরুণাচলীদের বিজয়নগর থেকে বাইরে পাঠানোর আবদারে স্থানীয় মানুষ এবং যুব সম্প্রদায় সহ চার শতাধিক উত্তেজিত জনতা পুলিশ স্টেশন সহ কয়েকটি সরকারি কার্যালয়ে ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। মূলত, পঞ্চায়েতে নির্বাচনে অসম রাইফেলস-এর প্রাক্তন জওয়ান এবং অন্য রাজ্যের বাসিন্দাদের সুযোগ দেওয়ার জন্যই ওবিন স্টুডেন্টস ইউনিয়ন প্রচণ্ড ক্ষেপেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গান্ধীগ্রাম এলাকা থেকে চার শতাধিক স্থানীয় এসে সমস্ত কিছু তছনছ করে দিয়ে গেছে। তারা অতিরিক্ত সহকারী কমিশনারের অফিস, পোস্ট অফিস, এসবি অফিস এবং বিজয়নগর থানায় ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তাদের একটাই দাবি, অ-অরুণাচলীকে কোনও সুযোগ দেওয়া যাবে না। পুলিশ আরও জানিয়েছে, উত্তেজিত জনতার হাতে লাঠি, তির, ধনুক ইত্যাদি ছিল। পুলিশের দাবি, স্থানীয় হেলিপ্যাড কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধ্বংসলীলা চালিয়ে তারা গান্ধীগ্রাম ফিরে গেছে।

ইতিমধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অরুণাচল পুলিশের ৩০ জন আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ সুপার বিজয়নগর ছুটে গেছেন। প্রয়োজনে আরও পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বাদল

আটের পাতার পর

শনিবারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে সুখবীর সিং বাদল বলেছেন, ”কৃষকদের কণ্ঠস্বরকে দমন করার চেষ্টা করছে কেন্দ্র, তাঁদের কথা শুনছেই না, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের। কৃষি আইন চাইছেন না কৃষকরা। কৃষকদের একটা বড় অংশ এই আইনকে চাইছেন না, তাহলে সরকার কেন এমন অত্যাচার করছে? প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি কৃষকদের কথা শুনুন।”

সুখবীর আরও বলেন, ”খালিস্তানী এবং রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে আন্দোলনকে অপমান করছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেউ যদি তাঁদের সঙ্গে সহমত না হয়, তাহলে তাঁদের দেশ-বিরোধী আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই ধরনের মন্তব্য করা মন্ত্রীদের জনগণের সামনে ক্ষমা চাওয়া উচিত। কেন্দ্রের মনোভাব এবং এই ধরনের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আমরা।”

অমিত মালব্য

পাচের পাতার পর

মধ্যে একজন (১৯৯৬ ব্যাচ) যিনি কেন্দ্রের কাছে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন তাঁর একটি ভিডিও ২০১৯ সালে ভাইরাল হয় যাতে দেখা যায় তিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘায় সমুদ্র সৈকতের কাছে মমতা ব্যানার্জির পা ছুঁয়ে প্রণাম করছেন। কি মারাত্মক ভক্তি!”

কেন্দ্রীয় পদে তলব

পাচের পাতার পর

এমনকী, রাজ্যের মুখ্যসচিব ও ডিজিকে তলব করে। কিন্তু ১৪ ডিসেম্বরের সেই বৈঠকে তাঁরা কেউ যাবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেয় রাজ্য। এবার সরাসরি তিন আইপিএস আধিকারিককে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশেনর জন্য তলব করা হল।জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলার ঘটনায় কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত আরও বাড়ল। কেন্দ্র এভাবে বদলি করতে পারে না বলে রাজ্যও পালটা চিঠি দিয়েছে বলে খবর।

ঝাড়গ্রামে

পাচের পাতার পর

গোপীবল্লভপুরের যাত্রা ময়দানে এদিন গনবিবাহ ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ। নব দম্পতিদের উপহার দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে উপহার হিসেবে ছিল আলমারি,পালঙ্ক, বিছানা পত্র।পাত্রদের দেওয়া হয়েছে সাইকেল,ঘড়ি।পাত্রীদের দেওয়া হয়েছে সোনার দুল এবং একবছরের জন্য পরনের শাড়ি।এছাড়াও নব দম্পতিরা যাতে গুছিয়ে সংসার করতে পারেন তার জন্য রান্নার সামগ্রীও দেওয়া হয়েছে।এদিন বিবাহ ঘিরে ছিল দুপুর এবং রাতের খাওয়ার আয়োজন।সাদা ভাত,ডাল,পনিরের তরকারি ,সবজি,দুই ,মিষ্টি।এদিন সন্ধ্য থেকে যাত্রা ময়দান ছিল উৎসব মুখর ত্রিবেনী যুব কল্যান অর্গানাইজেশনের সম্পাদক সনাতন দাস বলেন “ আমাদের সংস্থ্য গত এগারো বছর ধরে দুঃস্থ ছেলে মেয়েদের নিয়ে গনবিবাহের আয়োজন করে আসছে।এবার বারো তম বর্ষে বারো জোড়া ছেলে মেয়েদের বিবাহের আয়োজন করা হয়েছিল।পাত্রীদের সোনার দুল,পাত্রদের সাইকেল ,ঘড় সহ আরো আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র দেওয়া হয়েছে।”

নামছে তৃণমূল

তিনের পাতার পর

ঝড় ওঠে বিভিন্ন মহলে। এবারে ভুল মন্তব্যকেই হাতিয়ার করে পথে নামতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

এই প্রসঙ্গে বিজেপিকে কটাক্ষ করে টুইট করেছে তৃণমূল। সেখানে দলের তরফে লেখা হয়েছে, ’কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালে জোড়াসাঁকোতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তার ৬০ বছর পরে ১৯২১ সালে তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। বহিরাগতদের বাংলায় আসার আগে বাংলার সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য জেনে আসা উচিত’।

জানা যাচ্ছে, কলকাতা সহ রাজ্যের সর্বত্র আমরা লজ্জিত, আমরা ক্ষমাপ্রার্থী স্লোগান তুলে মিছিল-সমাবেশ করবেন দলের নেতা, কর্মীরা। এর আগে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে বিজেপির বিরুদ্ধে পথে নামে তৃণমূল। একুশের ভোটের আগে এবার রবীন্দ্র-জন্মস্থান নিয়ে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে প্রচারে ঝাঁপাচ্ছে রাজ্যের শাসকদল।

হতবাক নেটিজেনরা

দুইয়ের পাতার পর

বাঙালি শিক্ষা-সংস্কৃতি-কৃষ্টির সঙ্গে বিজেপির সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বারবার।

এরই মধ্যে উঠে এল নাড্ডার বং-কানেকশনের কথা। শুক্রবার ছিল জগৎ প্রকাশ নাড্ডার বিবাহবার্ষিকী। আর এই দিনই বিয়ের ছবির একটি কোলাজ ফেসবুকে আপলোড করেন তাঁর স্ত্রী। সেখানে নাড্ডাকে দেখা গেল ধুতি-পঞ্জাবি-টোপরের সাজে। আর মাথায় শোলার মুকুট, লাল চেলি। বাঙালি বর-কনের সাজে নাড্ডা দম্পতি।

নাড্ডার স্ত্রী মল্লিকা। বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, তাঁর বাবার নাম সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মা জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। মল্লিকা পড়াশোনা করেছেন রানি দুর্গাবতী ইউনিভার্সিটি থেকে। তারপর জড়িত ছিলেন সমাজসেবামূলক কাজে। তখনই জগৎবাবুর সঙ্গে পরিচয়। ১৯৯১ সালে বিয়ে হয় তাঁদের।

সেই সূত্রে বাংলার সঙ্গে জেপি নাড্ডার শ্বশুরবাড়ির যোগসূত্র। অর্থাৎ, হিমাচল নিবাসী জেপি নাড্ডা আসলে বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবারের জামাই। তাঁর স্ত্রী বিয়ের আগে ছিলেন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিয়ে করে হয়েছেন নাড্ডা। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সরাসরি যোগ না থাকলেও, জেপি নাড্ডার শ্বশুরবাড়ি জব্বলপুরের বাঙালি।

ফেসবুকে একটি সংবাদ চ্যানেলে শনিবার বিকেলে খবরটি সম্প্রচারের পর চার ঘন্টায় রাত আটটায় ১০ হাজার লাইক, ৮৮৯ মন্তব্য ও ২৯২টি শেয়ার। মন্তব্যগুলো পড়ে দেখুন! সিংহভাগই আহত ‘বাঙালির জামাইকে’ এই অবহেলায়।

বক্সনগরের ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় টিআর০৭ এ ১৫৫৯ নম্বরের একটি টাটা ট্রাকের ধাক্কায় দুটি গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পর চালক পালাতে চেষ্টা করলেও এলাকাবাসী তাকে আটক করে কলচৌড়া থানায় তুলে দেয়। এব্যাপারে একটি শালিসি সভা হয়। এই শালিসি সভায় ৪৩ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ছবি ও তথ্য বক্সনগর প্রতিনিধি।

সাহিত্য

● প্রথম পাতার পর

কবি সাহিত্যিকের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি বা জানানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাঁদের সাহিত্য নিয়মিত আমাদের কাছে পৌঁছে। সেগুলিকে দেখেই এই পাঠ্যক্রমটি তৈরি হয়েছে।

অধ্যাপক ড় পরমশ্রী দাসগুপ্ত বলেন, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-বছর পাঠ্যক্রম পুনর্গঠন করা হয়েছে। তাতে এই সময়ে ত্রিপুরার আধুনিক কথাকার, কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিকদের বেশ কিছু সাহিত্য পাঠ্যসূচিতে সংযোজিত করা হয়েছে আরও বেশি করে। এর আগে এত পরিমাণে আধুনিক সাহিত্য ছিল না। অনান্য অঞ্চলের সাথে ত্রিপুরাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য এই প্রচেষ্টা করা হয়েছে। উত্তরপূর্বের যেখানে বাংলা সাহিত্য চর্চা হয়েছে এবং সাহিত্য গুলির গুণমান রয়েছে এমন লেখাগুলি সংযোজিত হয়েছে। তাতে, অসমের বরাক উপত্যকা ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বাংলা সাহিত্যের সাথে যুক্তদের লেখা পাঠ্যক্রমে যুক্ত হয়েছে, বলেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, ইতিমধ্যে ওই পাঠ্যক্রম অনুসারে পড়ানো শুরু হয়ে গেছে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

ছিল। জনৈক ব্যক্তি গুয়াহাটি থেকে ব্রাউন সুগারগুলি এনেছে। পুলিশ জানিয়েছে, শান্তিরবাজারের অপর এক যুবক কৌশিক চৌধুরী সহ বিলোনিয়া সারাশিমার রাকেশ দাস, পলাশ বিশ্বাস এবং আরও কয়েকজন যুবক এই পাচার বাণিজ্যের সাথে যুক্ত।

আন্দোলনের নেতৃত্বে নেই কৃষকরা, বিদেশ থেকে আসছে টাকা, চাঞ্চল্যকর দাবি প্রবীণ বিজেপি নেতার

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.): সমস্ত ধরনের দীর্ঘ বৈঠক। প্রধানমন্ত্রী ও একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আশ্বাস সত্বেও দুঃখের বিষয় কৃষক আন্দোলন আরও বেশি ঘনীভূত হয়ে উঠছে। শনিবার এ কথা জানিয়েছেন হিমাচলপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা শান্তা কুমার। তাঁর মতে আন্দোলন এখন স্পর্শকাতর জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। কিছু নেতিবাচক উপাদান আন্দোলনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। সন্দেহের তালিকায় থাকা কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পেছন থেকে কোটি - কোটি টাকা যুগিয়ে চলেছে। ফলে সরকার এবং কৃষক সংগঠনের নেতাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বিগত ১৭ দিন ধরে চলা দিল্লির সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে কৃষক বিক্ষোভকে পর্যবেক্ষণ করার পর বরিষ্ঠ এই বিজেপি নেতা জানিয়েছেন, আন্দোলনের নেতৃত্বের জায়গায় কৃষকরা আর নেই। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে আন্দোলনকে উস্কে চলেছে। পঞ্জাবের রাজনৈতিক নেতারা এর পেছনে রয়েছে। কংগ্রেস শাসিত এই রাজ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বিপুল পরিমাণে হয়। ফলে খাদ্য নিগমগুলি বিপুল পরিমাণে এই শস্য কিনে নেয়। শুধুমাত্র কর এবং কমিশন বাবদ প্রতিবছর আয় হয় পাঁচ হাজার কোটি টাকা। নতুন কৃষি আইনের মাধ্যমিক কৃষকরা অন্য কোথাও নিজেদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারবে।এই আন্দোলনকে আর্থিক সাহায্য করে চলেছে পঞ্জাবের ফড়েরা। একটি বৈদ্যুতিক সংবাদ মাধ্যমে খবর অনুযায়ী আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিশাল বড় প্যান্ডেল করে কয়েক কোটি টাকা দিয়ে বিক্ষোভকে সাহায্য করে চলেছে। এই সংস্থার কার্যালয় যে নেতার ছবি টাঙানো রয়েছে সে নিজে একটি বিমান অপহরণ কাণ্ডে জড়িত ছিল। চলতি বছরে শাহীনবাগে ১০০ দিনের আন্দোলনের পর বিপুল দাঙ্গার হয় দিল্লি জুড়ে। তাতে ৫০ জন নিরীহ মানুষের জীবনহানি হয়। কৃষক আন্দোলনও সেই দিকে যাচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪০ শতাংশ আসন খালি যাদবপুরে

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.) : ইঞ্জিনিয়ারিং-এ উৎকর্ষতার নিরিখে বরাবরই ওপরদিকে থাকা প্রতিষ্ঠান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু চলতি বছরে তিন দফা অনলাইন কাউন্সেলিং শেষেও পূরণ হল না প্রায় ৪০ শতাংশের কাছাকাছি আসন।

কেন্দ্রের র‍্যাঙ্কিং-এ কোনও সময় পঞ্চম আবার কোন সময় ষষ্ঠ স্থানে থাকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দেশের ১০ বা ১১ তম স্থান ও কখনও কখনও দখল করেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু সেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবার আসন ফাঁকা থাকার আশ্চর্য ঘটনায় অনেকেই অবাক।

কর্তৃপক্ষের মতে, গোটা দেশেই ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠ্যক্রমের চাহিদা মার খাচ্ছে। যাদবপুরের ওপরেও এর প্রভাব পড়েছে। তবে, এই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন ’এটা ঠিক এর পিছনে একটা অন্যতম কারণ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সমাজে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। বিশেষত শহরতলির মানুষের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি খারাপ হয়েছে। ঘনঘন আন্দোলন একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, এটা তো ঠিকই।’

সূত্রের খবর, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ১৬ টি বিভাগের মোট ১২৫০ টিরও বেশি আসনের মধ্যে ৪৫০ টিরও বেশি আসন খালি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অন্যতম বিভাগ কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল, সিভিল- এর মতো বিভাগগুলিতেও ৪০ থেকে ৬০ টি আসন খালি পড়ে রয়েছে। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে এত সংখ্যক আসন খালি থাকার পিছনে অন্যতম কারণ হিসাবে সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে তৈরি হওয়া ভাবমূর্তিকে দায়ী করছে কর্তৃপক্ষ।

টৌলপ্লাজা

● প্রথম পাতার পর

অনেক পরিবর্তন দেখেছি আমরা। কিন্তু, ২০২০ সাল সবাইকে হতবাক করে দিয়েছে। আমাদের দেশ এবং গোটা বিশ্ব অনেক উত্থান-পতন দেখেছে। কয়েক বছর পর আমরা যখন করোনা সময়কালের কথা চিন্তা করব, সম্ভবত আমরা তা বিশ্বাস করতে পারব না। সমস্ত কিছুর দ্রুত উন্নতি হচ্ছে, এটাই ভালো। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে যখন মহামারীর শুরু হয়েছিল, সেই সময় অজানা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম আমরা। অনেক অনিশ্চয়তা ছিল-উৎপাদন, রসদ, অর্থনীতির পুনর্জাগরণ-একাধিক সমস্যা ছিল। প্রশ্ন ছিল, কতদিন ধরে এমন চলবে, কীভাবে সমস্ত কিছুর উন্নতি হবে? ডিসেম্বরের মধ্যে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের কাছে রোডম্যাপের পাশাপাশি উত্তরও রয়েছে।”

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, ”বিগত ৬ বছরের ভারতের প্রতি যে বিশ্বাস দেখিয়েছে গোটা বিশ্ব, বিগত কয়েক মাসে তা আরও মজবুত হয়েছে। এফডিআই হোক অথবা এফপিআই-বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ভারতে রেকর্ড বিনিয়োগ করেছেন। আত্মনির্ভর ভারত অভিযান প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রমোট করেছে।” বণিকসভার বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধানমন্ত্রী জানান, নীতি ও অভিপ্রায়ের মাধ্যমে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত সরকার। মান্ডির পাশাপাশি অন্যত্র নিজেদের ফসল বিক্রি করতে পারবেন কৃষকরা। কৃষি সেক্টর এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা দেওয়াল দেখেছি, তা সে কৃষি ইনফ্রাস্ট্রাকচার, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, স্টোরেজ অথবা কোল্ড চেইন হোক। সমস্ত দেওয়াল এবং বাধাবিপত্তি এখন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংস্কারের পরে, কৃষকরা নতুন নতুন বাজার, বিকল্প এবং প্রযুক্তির আরও সুবিধা পাবেন।” মোদী আরও জানান, ”কোল্ড স্টোরেজ ইনাস্ট্রাকচারকে আধুনিক করা হবে। এরফলে কৃষিক্ষেত্রে আরও বিনিয়োগ হবে। উপকৃত হবেন কৃষকরা।”

রাহুলের

● প্রথম পাতার পর

ওয়ানাডের সাংসদ নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, ”কৃষি আইনের বিলুপ্তির লক্ষ্যে আমাদের কৃষক ভাইদের আর কত জীবনের আহুতি দিতে হবে?” নিজের টুইট বার্তার সঙ্গে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত একটি খবরও পোস্ট করেছেন তিনি। সেখানে লেখা হয়েছে কৃষক আন্দোলনে এখনো পর্যন্ত ১১ জন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। খবরের মধ্যে নিহত কৃষকদের নাম ও পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে। নিহত কৃষকদের পরিবারবর্গকে আর্থিক সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন কংগ্রেস শাসিত পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরেন্দ্র সিং। কৃষি আন্দোলন করতে গিয়ে যেসব কৃষকের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা হলেন তন্না সিং, জনক রাজ, গজন সিং, গুরজট সিং, লখবীর সিং, সুরেন্দ্র সিং, মেওয়া সিং, রাম মোহন, অজয় কুমার, কিতাব সিং, কৃষন লাল গুপ্ত। এই সকল কৃষকরা দিল্লি এবং হরিয়ানার নিবাসী।

ভষ্মিভূত

● প্রথম পাতার পর

প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে। তবে এর মধ্যেই অগ্নিকাণ্ডে নয়টি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। প্রাথমিক হিসেবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কুড়ি লক্ষাধিক টাকা বলে জানা গেছে।

পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।প্রশাসনের তরফ থেকে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ অব্যাহত রয়েছে।ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি দোকানিকে প্রশাসনের তরফ থেকে আপৎকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।চূড়ান্তভাবে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের পর প্রতিটি ব্যবসায়ীকে পুনরায় প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।এদিকে মধুবনের রানিখামার বাজারে গতকাল রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্থানীয় জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

চালিয়ে আটক প্রচুর পরিমাণে বিলেতী মদ। অটো গাড়িটির নাম্বর টি আর ০১ ডি ৩৮৬৯। মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ অভিযুক্ত গাড়ি চালক অভিজিৎ চন্দকে আটক করেছে।অভিযুক্ত গাড়ি চালাকের বাড়ি যোগেন্দ্র নগর এলাকায়। আটক করা মদের বাজার মূল্য প্রায় ৬০-৬৫ হাজার টাকা হবে। পুলিশের ধারণা অভিযুক্ত অভিজিৎ চন্দ মদগুলি বেআইনিভাবে পাচার করতে চেয়েছিল। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। এই ধরণের ঘটনার সাথে কারা জড়িত তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরার অগ্রগতি হবে।

বিপ্লব দেব বলেন, একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য রেলওয়ে গুডস স্টেশন, যা বহু কিলোমিটার দীর্ঘ নির্মিত হচ্ছে। এই স্টেশনটি নির্মিত হলে পণ্য আমদানি ও রফতানিতে ব্যাপকভাবে সহায়তা মিলবে। তিনি আশ্বস্ত করেন, প্রগতির প্রশ্নে নতুন শিল্প স্থাপনে ত্রিপুরা সরকার পাঁচ বছরের জন্য জিএসটি-তে ছাড় দেবে। এছাড়া, বিদ্যুৎ বিলে ৫০ শতাংশ ভরতুকি দেওয়া হবে। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরার অগ্রগতির জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। দেশের উন্নত রাজ্যের তালিকায় ত্রিপুরার নাম লিপিবদ্ধ করার চ্যালেঞ্জ নেওয়া হয়েছে।

আটক

● প্রথম পাতার পর

চোর চক্রকে জালে তোলার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলেও পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন।উল্লেখ্য বিভিন্ন এলাকা থেকে চুরি করে এসব বাইক ও অন্যান্য সামগ্রী প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পাচার করা হচ্ছে।

এসব চলে যাওয়ার সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার রোধে বিএসএফের তৎপরতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বলে পুলিশের আধিকারিক জানিয়েছেন।

ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান শচীন টেন্ডুলকার

ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের সিনেমায় রজনীকান্তই যেন শেষ কথা! অনেকের মতেই তাঁর জনপ্রিয়তার ধারেকাছে কেউ নেই। ৭০ বছর বয়সেও ভারতজুড়ে জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছেন দক্ষিণের এই নায়ক। ভক্তরা তাঁকে দিয়েছেন 'থালাইভা' খেতাব। আজ ৭০তম জন্মদিনে এসে শুভেচ্ছায় ভাসছেন রুপালি পর্দার নায়ক রজনীকান্ত। তাঁকে শুভেচ্ছা জানান শচীন টেন্ডুলকার। ভারতের কিংবদন্তি এই ব্যাটসম্যানকে আজ অবশ্য জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে ব্যস্ত দিন পার করতে হয়েছে।১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারতের বেঙ্গালুরুতে এক মারাঠি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রজনীকান্ত। সিনেমা জগতের ব্যক্তিরা জনপ্রিয় এই নায়ককে শুভেচ্ছা তো জানিয়েছেনই, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে ক্রীড়াঙ্গনের অনেক বড় তারকার শুভেচ্ছায় সিক্ত হয়েছেন রজনীকান্ত। আজ শুধু রুপালি পর্দার রজনীকান্তই নন, সাবেক ক্রিকেটার যুবরাজ সিংয়েরও জন্মদিন। সাবেক সতীর্থ যুবরাজকেও জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইট করেছেন টেন্ডুলকার।

রজনীকান্তের সঙ্গে একটি ছবি টুইট করে টেন্ডুলকার লিখেছেন, 'দিনটির জন্য অনেক শুভেচ্ছা থালাইভা রজনীকান্ত। সৃষ্টিকর্তা আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন ও সুস্থ জীবন দিক।' এই বছরের জানুয়ারিতে রজনীকান্তকে সর্বশেষ বড় পর্দায় দেখা গিয়েছে।

Many happy returns of the day Thalaiva @rajinikanthœ May god bless you with a long & healthy lifeƒ picƒtwitterƒ comùbdean2EORo
Sachin Tendulkar Œ@sachin_rtŠ December 12– 2020

এই ১২ ডিসেম্বরে পৃথিবীতে এসেছিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার যুবরাজ। আজ ৩৯তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করছেন ভারতের ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক। যুবরাজের সঙ্গে দীর্ঘদিন জাতীয় দলে খেলেছেন টেন্ডুলকার। যুবরাজের সঙ্গে একটি ছবি টুইট করে শচীন লিখেছেন, 'শুভ জন্মদিন যুবি। বছরটা হোক সুখ, সুস্বাস্থ্য ও সফলতার। আশা করি শিগগিরই দেখা হবে।'অনূর্ধ—১৯ বিশ্বকাপ জয়ের পর ২০০০ সালে আইসিসি নকআউট ট্রফিতে ভারত জাতীয় দলে অভিষেক যুবরাজের। এর প্রায় ১১ বছর আগে ১৯৮৯ সালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিপক্ষে অভিষেক শচীনের।

Happy Birthday Yuviœ Wishing you a year full of happiness– health and successƒ Hope to catch up soonƒ picƒtwitterƒcomùE4ddLjaszh
Sachin Tendulkar Œ@sachin_rtŠ December 12– 2020

মেসি—নেইমারের সতীর্থকে কী খেতে হবে সেটাও বলে দেন রোনালদো

বিশ্ব ফুটবলে খুব কম খেলোয়াড়েরই এ সৌভাগ্য হয়েছে। মেসি, রোনালদো ও নেইমারকে সতীর্থ হিসেবে পেতে হলে যে নির্দিষ্ট তিনটি ক্লাব কিংবা তিনটি জাতীয় দলের খেলোয়াড় হতে হবে। ভাগ্য প্রসন্ন হলে সঠিক সময়ে সে দলগুলোতে থাকতে হবে। আনহেল দি মারিয়া, আন্দ্রে গোমেজদের দলে নতুন সংযুক্তি হয়েছে এ মৌসুমে। সম্পূর্ণ আর্থিক কারণে হওয়া এক পাল্টাপাল্টি দলবদলে আর্থুর মেলো যোগ দিয়েছেন জুভেন্টাসে।

ব্রাজিল থেকে নতুন জাভি হিসেবে তাঁকে এনেছিল বার্সেলোনা। প্রথম মৌসুমে মুগ্ধ করে দেওয়া ফুটবলে মেসির প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছিলেন। ব্রাজিল দলে নেইমারকে বল জোগান দেওয়ার অভিজ্ঞতাও হয়ে গিয়েছিল তাঁর। শুধু জোসেপ মারিয়া বার্তোমেউর বোর্ড আর্থিক দুরবস্থা থেকে বাঁচার জন্য মিরালিম পিয়ানিচের সঙ্গে অদলবদল করে আর্থুরকে বিক্রি করে জুভেন্টাসের কাছে। সে সুবাদে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকেও সতীর্থ হিসেবে পাওয়া হয়ে গেছে তাঁর।

দক্ষিণ আমেরিকান দুই তারকার সঙ্গে সখ্য যে রোনালদোর সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টিতে কোনো বাধা হয়নি, সেটিই জানিয়েছেন আর্থুর। রোনালদোর সঙ্গে সম্পর্ক এতটাই ভালো যে কী খেতে হবে সেটাও নাকি বলে দেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি! গত সপ্তাহেই বার্সেলোনা ঘুরে গেছেন আর্থুর। তাঁর কাতালান ক্লাব পর্বের শেষটা খুব বাজে ছিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বার্সেলোনা। একবার চলে যাওয়া নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁকে আর দলে ডাকা হয়নি। এসবেরেই যেন বদলা নিলেন গত মঙ্গলবার রাতে। বার্সার মাঠেই তাদের ৩-০ গোলে হারিয়েছে জুভেন্টাস। গ্রুপ পর্বের শেষের এ জয় শেষ যোলোতে ভালো অবস্থান এনে দিয়েছে তুরিনের ক্লাবকে।

আর্থুর অবশ্য বার্সেলোনার শেষ দিকের অভিজ্ঞতা নিয়ে খুব বেশি ভাবেন না। বরং জুভেন্টাসে কত ভালো আছেন, সেটাই জানিয়েছেন। রোনালদোর সঙ্গে কত ভালোভাবে মানিয়ে নিচ্ছেন, সেটাই জানিয়েছেন মার্কাকে, 'ক্রিস্টিয়ানো অসাধারণ এক মানুষ। যেহেতু একই ভাষায় কথা বলি, যাওয়ার পর থেকেই আমাকে সাহায্য করছেন। কিছু না বুঝলে আমাকে বুঝিয়ে দেন। এমনকি কী খেতে হবে, সেটাও বলে দেন। এটা খাওয়া ঠিক হবে না, ওটা খাও। সবার ব্যাপারে খেয়াল রাখেন, সাহায্য করেন। ক্রিস্টিয়ানো এবং এই ড্রেসিংরুম পেয়ে আমি ভাগ্যবান। সবাই খুব ভালো।'

রোনালদোর সাবেক বা বর্তমান সব সতীর্থের মতোই আর্থুরকে বিস্মিত করে তাঁর নিবেদন। নিজেকে আরও ভালো করার জন্য পর্তুগিজ তারকার চেষ্টার কথা বরাবরই শোনা গেছে তাঁর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ বা জুভেন্টাস সতীর্থদের কাছে। ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার শোনালেন আরেকবার, 'যেভাবে কাজ করেন তাতে বিস্মিত হই। আমি আগে থেকেই জানতাম। কারণ ফুটবল দুনিয়া ছোট, সবাই বলে কী করেন তিনি। তবু কাছ থেকে দেখলে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। একবার আমরা রাত দুটায় ফিরেছিলাম, কারণ দেরিতে খেলা ছিল। তখনই অনুশীলন করতে শুরু করলেন। কে এমন কিছু করে? শুধু ক্রিস্টিয়ানো। আমি তো মজা করে বলি, তুমি অসুস্থ। কিন্তু এত ব্যালন ডি'অর জেতা একজনকে কী বলতে পারেন আপনি?'

তিন মহাতারকার সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। এ তিনজনের মধ্যে তুলনা টানার জন্য আদর্শ ব্যক্তি আর্থুর। তবে এই মিডফিল্ডার তাঁদের মধ্যে মিলই খুঁজে পাচ্ছেন বেশি, 'তাঁদের মানসিকতা আমাকে মুগ্ধ করে। হ্যাঁ প্রতিভা তো আছেই। সবাই জানেন তাঁদের কী আছে। কিন্তু তিনজনেরই জেতার মানসিকতা অসাধারণ। তারা একটা লক্ষ্য স্থির করেন, এটার জন্য কাজ করেন, তাঁরা ভাবেন এটা পারবেন এবং সেটা অর্জনের জন্য মাঠে জীবন দিয়ে দেন। অল্পে সন্তুষ্ট নন তাঁরা, সব সময় বেশি কিছু চান। এক গোল করলে আরেকটা, দুটি করলে তিনটি; এরপর চার এটাই আমাকে মুগ্ধ করে যে কখনো মান বা মনোযোগ কমান না।'

জিদানের ইঞ্জিনে ময়লা এখনো জমেনি

একটা ফুটবল ম্যাচে কোন দল জিতবে, তার মূল শক্তিটা মূলত নিহিত থাকে দলের মাঝমাঠে। যার মাঝমাঠ যত ভালো, সে দলের ম্যাচ জেতার সম্ভাবনা তত বেশি। দলের ইঞ্জিনও বলা হয় এই মাঝমাঠকেই। অথচ কিছুদিন আগে এই 'ইঞ্জিন' নিয়েই সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের কোচ জিনেদিন জিদান।

লুকা মদরিচ, টনি ক্রুস, কাসেমিরোবহু বছর ধরে রিয়ালের মাঝমাঠের মূল কান্ডারি এই তিনজন। বিশেষত, ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে প্রথম দফায় রিয়ালের কোচ হিসেবে জিনেদিন জিদান আসার পর থেকে। দায়িত্ব নেওয়ার পর কিছুদিন কাসেমিরোকে বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছিলেন, সুযোগ দিয়েছিলেন ইস্কোকে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জিদান বুঝতে পারেন, মিডফিল্ডের রসায়নটা জমাতে ক্রুস ও মদরিচের সঙ্গে কাসেমিরোকে লাগবেই। সেই থেকেই রিয়ালের মাঝমাঠ দায়িত্বের সঙ্গে সামলাচ্ছেন এই তিনজন।

টানা তিন চ্যাম্পিয়নস লিগ, জিদানের দুই দফায় দুটি লিগসহ অন্যান্য শিরোপার পেছনে এই ত্রয়ীর ভূমিকা অসামান্য। কিন্তু চলতি মৌসুমের শুরুতে এই তিনজনের ফর্ম অতটা ভালো ছিল না, যা চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল জিদানকে।কয়েক বছর ধরেই রিয়ালের ভরসা হয়ে থাকা মাঝমাঠের এই ত্রয়ী আজ আতলেতিকোর বিপক্ষেও রিয়ালের ভরসা।

মদরিচের বয়স এখন ৩৫, ক্রুসের ৩০। কাসেমিরো ক্রুসের চেয়ে দুই বছরের ছোট। বাড়তি বয়সের ক্লান্তি মদরিচদের পারফরম্যান্সে এসে পড়ল কি না, তা নিয়ে কানাঘুষা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিজেদের ঘিরে ওঠা এই প্রশ্নগুলোর জবাব কয়েক দিন ধরে কী দুর্দান্তভাবেই না দিচ্ছেন মদরিচরা! বিশেষ করে বরুসিয়া মনশেনগ্লাডবাখের বিরুদ্ধে অতি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে গত বুধবার মাঝমাঠে তিনজনের চোখধাঁধানো পারফরম্যান্স সব শঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছে।

সেদিন মদরিচ যেমন খেলেছেন, তা দেখে কে বলবে তাঁর বয়স ৩৫? ২০১৮ সালে যেমন খেলা দেখিয়ে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার বাগিয়ে নিয়েছিলেন, মদরিচের ফুটবলে আবারও সেই ছন্দ যেন ফিরেছে। পাল্লা দিয়ে খেলছেন ক্রুস-কাসেমিরোরাও। চোটে পড়ে ফেদেরিকো ভালভার্দের মতো তরুণ মিডফিল্ডার না থাকায় তাই কোনো সমস্যাই হচ্ছে না জিদানের। পছন্দের ত্রয়ী যে আবারও নিজেদের ফর্ম ফিরে পেয়েছে! মদরিচ-ক্রুসদের ফর্মহীনতার সুযোগ নিয়ে মৌসুমের শুরুতে ভালভার্দে প্রায়ই সুযোগ পেয়ে যাচ্ছিলেন মূল একাদশে।

চোট কাটিয়ে ভালভার্দে আবার অনুশীলনে ফিরেছেন। তবে এই ত্রয়ীর কাউকে বিশ্রাম না দিলে তাঁর আবার দলে ঢোকা মুশকিলই! কাসেমিরোর জায়গা নেওয়ার মতো তো রিয়াল দলে কেউ নেই-ই।

বিকল্প কোনো ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার না রাখা জিদানের দলের পরিকল্পনা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দেয়। স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া রিয়ালের এই করোনার কালে আর্থিক সমস্যা দেখা না দিলে হয়তো কাসেমিরোর বিকল্প আরেকজন নিয়ে আসতেন জিদান। কিন্তু কাউকে যখন আনা যায়নি, কাসেমিরোর জায়গা নেওয়ার মতোও তেমন কেউ নেই। ভালভার্দে দলে ঢুকলে সেটি হবে তুলনামূলক বয়স্ক দুজনক্রুস ও মদরিচের মধ্যে কোনো একজনের বদলি হিসেবে।

লিগের শীর্ষে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে আজ হয়তো আবারও ক্রুস-কাসেমিরো-মদরিচেই ভরসা রাখবেন জিদান।

নিজেদের মাঠে অতি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে রিয়ালের মূল প্রাণশক্তি হবে তাই এই পরীক্ষিত মিডফিল্ডত্রয়ীই। তারা তাঁদের ফিরে পাওয়া ফর্মের ঝলক আজও দেখাতে পারেন কি না, সেই প্রশ্নেরই ওপরই হয়তো ম্যাচের ভাগ্য অনেকটাই লেখা। রিয়ালের পরীক্ষাটা অবশ্য কতটা কঠিন, তা এই মৌসুমে আতলেতিকোর ফর্ম আর কিছু সংখ্যাই বলবে। মাদ্রিদে আজ অন্য রকম একটা অনুভূতি নিয়েই নামবে রিয়ালসম্ভবত এই প্রথম মাদ্রিদ ডার্বির আগে রিয়াল 'ফেবারিট' নয়। তার ওপর যেখানে আজ রিয়ালই স্বাগতিক!

জিদান নিজেও আতলেতিকোকেই 'ফেবারিট' মেনে নিয়েছেন। সেটি অবশ্য চাপটা আতলেতিকোর দিকেই সরিয়ে দেওয়ার কৌশল কি না, তা জিদানই ভালো জানেন। লিগের পয়েন্ট তালিকায় অন্য যেকারও চেয়ে অন্তত এক ম্যাচ কম খেলে কমপক্ষে ৩ পয়েন্ট এগিয়ে শীর্ষে আতলেতিকো (১০ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট), রিয়াল ১১ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে ৪ নম্বরে। রিয়ালের সর্বশেষ চার ম্যাচে জয় বলতে শুধু সেভিয়ার বিপক্ষে গত শনিবার ১-০ গোলে, আতলেতিকো এখনো মৌসুমে হারেনি। ক্লাব রেকর্ড টানা ২৬ ম্যাচে অপরাজিত সুয়ারেজ-ফেলিক্সরা, জিতেছেন সর্বশেষ ৭ ম্যাচে।

মেসিকে পেলে নেইমারদের আর ঠেকানো যাবে না

লিওনেল মেসির সঙ্গে নেইমারের মেলবন্ধন এর আগেও দেখেছে ফুটবল বিশ্ব। নেইমার বার্সেলোনায় খেলার সুবাদে অসাধারণ জুটি গড়ে ওঠেছিল দুজনের। এবার এর সঙ্গে যোগ করুন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পেকে। মেসি, নেইমার ও এমবাপ্পেকোনো দলের আক্রমণভাগে যদি এমন ত্রিফলা থাকে, তাহলে সেই দল কতটা ভয়ংকর হবে? পিএসজিতে এমবাপ্পে, নেইমারের সঙ্গে সত্যি যদি মেসি যোগ দেন, তাহলে পিএসজিকে আটকানো কঠিনই হবে বলে মনে করেন ব্রাজিলের সাবেক তারকা ফুটবলার কাফু।

যদিও আগামী মৌসুমে বার্সেলোনায় মেসির ভবিষ্যৎ এখনো অজানা। এদিকে ছয়বারের ব্যালন ডি'অরজয়ীকে ম্যানচেস্টার সিটিতে নেওয়ার অপেক্ষায় বার্সার সাবেক কোচ পেপ গার্দিওলা। চ্যাম্পিয়নস লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে পিএসজি হারিয়ে দেওয়ার পর নেইমার তো বলেই দিয়েছেন, মেসির সঙ্গে আবারও খেলতে চান, 'আমি নিশ্চিত আগামী বছর আমরা একসঙ্গে খেলব।'

নেইমার আবারও ন্যু ক্যাম্পে ফিরতে পারেন, দলবদলের বাজারে এমন একটা গুঞ্জন উঠেছিল। আর তাহলেই মেসি-নেইমার জুটির দেখা মিলতে পারে। কিন্তু মেসি নিজেই ক্লাব ছেড়ে দিতে চাইছেন, ওদিকে বার্সেলোনার এখন যে আর্থিক অবস্থা, তাতে মেসিদের বেতন দেওয়াটাই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে। আর নেইমার নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন, পিএসজিতে তিনি বেশ সুখে আছেন। নেইমার ও এমবাপ্পের সঙ্গে দলটি নতুন চুক্তিও করতে যাচ্ছে। তাই নেইমারের বার্সামুখী হওয়ার চেয়ে মেসির পিএসজিমুখী হওয়াটাই সহজ।

ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার কাফু এ অবস্থায় মেসির সঙ্গে নেইমার ও এমবাপ্পের খেলা দেখতে চান, 'এটা দারুণ একটা ব্যাপার হবে। আমি হলে ওদের বিপক্ষে খেলতে চাইতাম না। মেসি, এমবাপ্পে ও নেইমারের বিপক্ষে খেলা ভালো অভিজ্ঞতা হবে না। অবশ্যই এই তিনে মিলে শক্তিশালী একটা আক্রমণভাগ হবে। আমি ঠিক জানি না যে মেসি পিএসজিতে যাবে কি না। এই গুঞ্জন এখন সব জায়গায় শুনছি। কিন্তু যদি মেসি এমবাপ্পে ও নেইমারের সঙ্গে যোগ দেয়, তাহলে বিশ্বের অনেক ক্লাবের জন্যই প্রচুর সমস্যা হবে। ওরা অবশ্যই বিশ্বের যেকোনো দলকে হারিয়ে দিতে পারবে।' মেসির ফুটবলে মুগ্ধ কাফু বলেন, 'মেসি একজন কিংবদন্তি ফুটবলার। মেসি বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরতম ফুটবল খেলে। এরপর নেইমার ও এমবাপ্পের প্রতিভা যদি যোগ হয়, তাহলে এই দল নিজেদের অপরাজেয় করে তুলবে।'

গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে অল্পের জন্য অধরা শিরোপাটা জিততে পারেনি পিএসজি। লিসবনে ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল। বুধবার নেইমারের হ্যাটট্রিকে পিএসজি ৫-১ গোলের বিশাল জয় পেয়েছে ইস্তাম্বুল বাশাকশেহিরের বিপক্ষে। এই জয়ে 'এইচ' গ্রুপের শীর্ষে থেকেই শেষ ষোলোতে উঠেছে টমাস টুখেলের দল। কাফু আশা করছেন, স্বদেশি নেইমার আবারও সেরা রূপে দেখা দেবেন। নেইমার একবারই চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন, ২০১৫ সালে। আর সেবার নেইমারের সঙ্গে মেসিই ছিলেন শিরোপা জয়ের পেছনের অন্যতম কারিগর।

পিএসজি চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতানোর জন্যই নিয়ে গেছে নেইমারকে। খুব কাছে গিয়েও গতবার পারেননি, তবে নেইমারের ওপর অগাধ আস্থা বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কাফুর, 'সবাই যেমন আশা করে, আমিও আশা করি সে পারবে। বিশেষ করে একজন ব্রাজিলিয়ান হিসেবে আমি জানি নেইমারের প্রতিভা কতখানি।

ছত্তিশগড়ের রাজ্যপালের সাথে রাজ্যপাল রমেশ বৈসের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। রাজ্যপাল রমেশ বৈস আজ বিকালে রায়পুরে রাজভবনে ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল অনুসুইয়া উইকে এর সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। রাজ্যপালের সচিবালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের মেগা ড্র বিজয়ীদের নাম ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ধনতেরসের মেগা ড্র এর বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে শনিবার। বিজয়ীরা হলেন, রামনগরের শিল্পী বন্দোপাধ্যায়, কোপন নং -বি ১৬০৪, মাম্পি দেব (নন্দি), বনকুমারি, কোপন নং-এ-১৭২৮, তন্দ্রা মজুমদার, ধলেশ্বর, কোপন নং-সি-১৫২৯, সপ্তর্ষি নন্দি, উদয়পুর, কোপন নং -সি-১৩৩৩ এবং শুভময় ঘোষ, কলকাতা, কোপন নং-এসপিএলসি-১০৩৩৮।

কৃষকদের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্র সচেষ্ট : নরেন্দ্র সিং তোমর

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): কৃষক ও কৃষি ক্ষেত্রে সার্বিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সবদিক থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর থেকে লাভবান হতে ইতিমধ্যেই শুরু করেছে কৃষকরা। আধুনিকতা ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকরা যাতে উপকৃত হতে পারে সেই জন্য সচেষ্ট কেন্দ্র। শনিবার এই কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। শনিবার ইলেক্টস মিডিয়ার আয়োজিত তিনদিনের নলেজ এক্সচেঞ্জ সম্মেলনে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারের কাছে কৃষকদের বৃহৎ ডাটা ব্যাংক তৈরি হবে। যেখানে ক্ষেতের মাটি পরীক্ষা, বন্যার সতর্কীকরণ, কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত চিত্র, রাজস্ব রিপোর্টের মতন তথ্যগুলি কৃষকরা ঘরে বসে পাবে। কৃষকের যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা সংস্কার করাই সরকারের লক্ষ্য। কৃষিক্ষেত্রে যাতে লাভজনক হয়ে ওঠে সে জন্য নিরন্তন কাজ করে চলেছে সরকার। তরুণ প্রজন্ম যাতে কৃষিকাজে আরো উৎসাহিত হতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি বিগত কয়েক বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যগুলিকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মূল লক্ষ্য গ্রাম, গরীব এবং কৃষকদের উন্নতি করা। বহু যুগ ধরে কৃষি ভারতের শক্তি।

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী আরও জানান, কৃষি ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ সরকার।

ছয়ের পাতায় দেখুন

সক্রিয় রোগী ৭,৬৭০ জন তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৪৮৯

হায়দরাবাদ, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় ফের খানিকটা বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৩৫ জন, এই সময়ে তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্ত মাত্র ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৭৭, ১৫১ এবং এযাবৎ মৃত্যু হয়েছে ১,৪৮৯ জনের। স্বস্তি দিয়ে তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ২,৬৭, ৯৯২ জন।

শনিবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৩৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫৬৫ জন। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২, ৬৭,৯৯২ জন করোনা-রোগী। শুক্রবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৭,৬৭০ জন। তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৬.৬৯ শতাংশ।

৭১ বেড়ে পাকিস্তানে মৃত্যু ৮,৭২৪ জনের, সুস্থতা ৮৭.৬৮ শতাংশ

ইসলামাবাদ, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): পাকিস্তানে হু হু করে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। শনিবার সকাল পর্যন্ত ৪৫ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৭২৯ জন। শুক্রবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৭১ জনের। পাকিস্তানে এযাবৎ করোনা কেড়ে নিয়েছে ৮,৭২৪ জনের প্রাণ। শনিবার সকালে পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড অপারেশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৭২৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭১ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৩৫,০৫৬। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪৫,১২৪। এযাবৎ পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৩,৮১,২০৮ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৬.৫৮ শতাংশ।

ব্রাজিলে মৃত্যু বেড়ে ১.৮০-লক্ষ, করোনা-আক্রান্ত ৬.৮ মিলিয়নের বেশি

রিও ডি জেনেইরো, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না। বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ১.৮০ লক্ষের বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার) ব্রাজিলে নতুন করে ৬৭২ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে মৃতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৪৩৭-এ পৌঁছেছে। সংক্রমণও দ্রুত বাড়ছে ব্রাজিলে, বিশেষজ্ঞদের মতে-করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে ব্রাজিলে।

ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সারা দিনে ব্রাজিলে ৫৪ হাজারের বেশি মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে মহামারীর শুরু থেকে এযাবৎ ব্রাজিলে ৬.৮ মিলিয়নের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। হাসপাতালে রোগী রাখার জায়গা নেই, ব্রাজিলের প্রধান প্রধান শহরের হাসপাতালগুলিতে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট প্রায় ৯০ শতাংশ ভর্তি। এমতাবস্থায় ব্রাজিল সরকারের পক্ষ থেকে দেশবাসীকে আরও সতর্ক হওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

করোনা-আক্রান্ত উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রী রেখা আর্য, রয়েছেন স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে

দেহরাদুন, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রী রেখা আর্য। করোনা-সংক্রমিত হওয়ার পর থেকেই স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে রয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে অনুরোধ জানিয়েছেন, সম্প্রতি তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাই যেন নিজেদের করোনা পরীক্ষা করিয়ে নেন। টুইট করে উত্তরাখণ্ডের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী রেখা আর্য জানিয়েছেন, "আমার করোনা-টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। আমি ভালো আছি। চিকিৎসকদের পরামর্শে নিজেকে আইসোলেট করে রেখেছি।" টুইট করে তিনি আরও লেখেন, "আপনাদের মধ্যে যাঁরা কিছু দিনের মধ্যে আমার সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁরাও নিজেদের করোনা পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। সাবধানতা অবলম্বন করুন।" নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক ছাড়াও উত্তরাখণ্ডের পশুপালন মন্ত্রকের দায়িত্ব রেখা আর্যর কাঁধে।

কথা তো শুনছেই না, কৃষকদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে কেন্দ্র : বাদল

চণ্ডীগড়, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন শিরোমণি অকালি দলের প্রধান সুখবীর সিং বাদল। বাদলের মতে, কৃষকদের কথা শোনার পরিবর্তে, অন্নদাতাদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে বাদলের আর্জি, "দয়া করে কৃষকদের কথা শুনুন।"

ছয়ের পাতায় দেখুন

বরফের চাদরে আচ্ছন্ন শ্রীনগর ঠাণ্ডায় কাঁপছে কাশ্মীর উপত্যকা

শ্রীনগর, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): একধাক্কায় অনেকটাই পারদ নামল শ্রীনগরে। রাতভর তুষারপাতে সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল শ্রীনগর। রীতিমতো প্রবল ঠাণ্ডায় কাঁপছে কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্ত। রাতভর তুষারপাতে প্রায় ৩ ইঞ্চি বরফ জমে যায় শ্রীনগরের বিভিন্ন প্রান্ত, পর্যটকদের প্রিয় ভ্রমণস্থান গুলমার্গও বরফের আস্তরনে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। শনিবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে মাইনাস ০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গুলমার্গে মাইনাস ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লাদাখের লেহ শহরে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কার্গিলে মাইনাস ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তুষারপাতের কারণে প্রধান সড়ক, যেমন-শ্রীনগর-জম্মু হাইওয়ে, শ্রীনগর-লেহ সড়ক এবং মুঘল রোড অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। রাতভর তুষারপাতের কারণে এদিন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ২৭০ কিলোমিটার শ্রীনগর-জম্মু হাইওয়ে। জওহর টানেলে ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত বরফ জমে যায়। এছাড়াও জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় বিভিন্ন স্থানে ধস নামে। গুরুত্বপূর্ণ এই হাইওয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে দাঁড়িয়ে পড়ে অসংখ্য যানবাহন।

চা-বাগান ও সাপ্তাহিক বাজারে যক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক পথনাটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। উনকোটি জেলায় যক্ষা রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে রাংরুং চা বাগান এলাকায় এবং হালাইছড়া সাপ্তাহিক বাজারে যক্ষা রোগ সম্বন্ধে সচেতনতামূলক পথনাটক করা হয়। এলাকার জনগণকে এরোগ সম্পর্কে সচেতন করতে জেলা যক্ষা নিবারণী কেন্দ্র থেকে পথনাটক করা হয়েছে। এছাড়া ভারপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট টিবি অফিসার ডাঃ নবজ্যোতি চাকমা পথনাটকের পূর্বে যক্ষা রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ রোগের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী সমস্ত সুযোগ সুবিধা সহ রোগের উপসর্গ দেখামাত্র নিকটবর্তী চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণের আবেদন জানান। পাশাপাশি উক্ত এলাকায় যক্ষা রোগীদের চিকিৎসা চলাকালীণ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের জন্য নিক্ষয় পোষণ যোজনার আওতায় রোগীর ব্যাংক একাউন্টে সরাসরি ৫০০টাকা মাসিক হারে দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান। রোগীদের নিকটবর্তী সরকারী হাসপাতালে কফ পরীক্ষা সহ অন্যান্য শারীরিক উপসর্গ (গায়ে গায়ে জর, খুসখুসে কাশি, বুকে ব্যথা অনুভব) এক্স-রে ও রক্তপরীক্ষা ইত্যাদি করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। উনকোটি জেলায় বিনামূল্যে টিবি রোগের চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ঔষধের ব্যবস্থা রয়েছে। চা-বাগান এলাকায় ও সাপ্তাহিক বাজারবারে সবাইকে এই রোগ সম্পর্কে সচেতন করতে যক্ষা বিষয়ক পথনাটকের আয়োজন যা এলাকায় যথেষ্ট সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্যসচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানান।

তামাক নিয়ণ জারুলবাচাই ও মতিনগরে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। জাতীয় তামাক নিয়ন প্রকল্পে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। ত্রিপুরাতে যেহেতু গেট্ -টু রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে তামাক সেবনকারীর সংখ্যায় সর্বোচ্চ, তাই সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১০ ডিসেম্বর পশ্চিম জেলার অর্ন্তগত জারুলবাচাই বাজারে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এলাকার জনগণকে তামাকের ক্ষতিকারক দিকগুলি সম্বন্ধে ও কোটপা (সি.ও.টি.পি.এ)আইন সম্পর্কে অবহিত করানো হয়। এর আয়োজন করে আনন্দনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

একই দিনে সিপাহীজলার মতিনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অর্ন্তগত মতিনগর বাজারেও অনুরূপ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাজারের বিভিন্ন দোকানগুলিতে কোটপা আইনের অর্ন্তগত সেকশন ৮ ও ৬ এর ডিসপ্লেবোর্ড লাগাতে বলা হয় এবং ভাবী প্রজন্মকে তামাক সেবন থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানানো হয়। তাছাড়া দোকানগুলিতে যেন তামাক সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি বা বিজ্ঞাপন না লাগানো হয় সেদিকে বাজার কমিটিকে লক্ষ্য রাখতে বলা হয়। এই সব বিজ্ঞপ্তি বা বিজ্ঞাপন তরুণ সমাজকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তামাক সেবনে আকৃষ্ট করে। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্যসচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানান।

সুস্থতা বেড়ে ৯৪.৮৯ শতাংশ, ভারতে ১৫.২৬ কোটি করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে ১৫.২৬ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৪.৮৯ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৫,২৬,৯৭,৩৯৯-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১০.৬৫-লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১১ ডিসেম্বর (শুক্রবার সারা দিনে) ভারতে ১০,৬৫,১৭৬টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১৫,২৬,৯৭,৩৯৯টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ক্রমশই নিম্নমুখী ভারতে। ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ৩.৬৬ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৪২,৬২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪৪২ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯,৩২,৪৩,২৮ জন (৯৪.৮৯ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮১৯ জন করোনা-রোগী।

ফের রকেট হামলা কাবুলের বিভিন্ন প্রান্তে এবার মৃত্যু একজনের

কাবুল, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): বিগত ৩০ দিনের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। ফের রকেট হামলায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে। শনিবার সকালে কাবুলের বিভিন্ন প্রান্তে রকেট হামলা চালানো হয়। এদিন সকালের রকেট হামলায় মৃত্যু হয়েছে একজনের এবং একজন জখম হয়েছেন। আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকালে হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে এবং খাওজা রাবাস এলাকায় চারটি রকেট হামলা চালানো হয়।

কাবুলের পূর্বে খাওজা রাবাস এলাকার একটি বাড়িতে রকেট হামলায় মৃত্যু হয়েছে একজনের এবং একজন জখম হয়েছেন। আভ্যন্তরীন মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, কাবুলের উত্তর প্রান্তে লাব-ই-জার এলাকা থেকে রকেট হামলা চালানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, শনিবার সকালে কাবুল শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছ”টি রকেট হামলা চালানো হয়। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ২১ নভেম্বর কাবুল শহরের ২৩টি রকেট হামলা চালানো হয়েছিল। ওই হামলায় মৃত্যু হয়েছিল ৮ জন সাধারণ নাগরিকের।

ভারতে ৯৮-লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, মৃত্যু বেড়ে ১,৪২,৬২৮

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): সুস্থতার সামগ্রিক হার দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে ভারতে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত সুস্থতার হার ৯৪.৮৯ শতাংশে পৌঁছেছে। মোট সংক্রমিতের সংখ্যা ৯৮.২৬-লক্ষ। বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৩০,০০৫। মৃত্যুতেও রাশ টানা যাচ্ছে না। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৪৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৪৪২ বেড়ে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৪২, ৬২৮ জন।

ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯৮ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৭৫-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৩,৪৯৪ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৯৩,২৪,৩২৮ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮১৯ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৩,৯৩০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে মোট করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা ১০,৬৫,১৭৬।

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি, হালকা বৃষ্টিতে শীত বাড়ল দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): অসময়ের বৃষ্টি ঠাণ্ডা বাড়াল রাজধানী দিল্লিতে। অনেকটাই নামল সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ। দিল্লির পাশাপাশি শনিবার ভোর থেকেই বৃষ্টিতে ভিজেছে দিল্লি লাগোয়া উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদও। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, শনিবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ২৬ ডিগ্রি পর্যন্ত থাকতে পারে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। আকাশ পরিষ্কার হলে দিল্লিতে ধীরে ধীরে বাড়বে ঠাণ্ডা, সোমবার থেকে আরও নামতে পারে তাপমাত্রার পারদ।

এদিন সকালে ঘন কুয়াশা ও মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ঘুম ভেঙে দিল্লিবাসীর। এতটাই কুয়াশা ছিল যে সকালে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করেছে যানবাহন। ভোর থেকেই হালকা বৃষ্টি হয় মঞ্জু-কা-টিলা, তুঘলকাবাদ, আইটিও, অক্ষরধাম প্রভৃতি এলাকায়। বৃষ্টির সৌজন্যে এদিন দূষণ থেকে স্বস্তি পেয়েছেন দিল্লিবাসী। উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদেও এদিন সকালে হালকা বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি ও কুয়াশার কারণে গাজিপুর ফ্লাইওভার থেকেই ধীর গতিতে চলাচল করে গাড়ি।

রজনীকান্তকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা মোদীর, সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা

নয়াদিল্লি ও চেন্নাই, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): তামিল সুপারস্টার রজনীকান্তকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার ৭০ তম জন্মদিন রজনীকান্তের। অভিনেতা তথা রাজনীতিক রজনীকান্তকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "প্রিয় রজনীকান্তজি, আপনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা! আপনার দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করছি।"

কৃষি ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে ক্রমেই ভেঙে পড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ ডিসেম্বর।। বর্তমানে উন্নত কৃষি ব্যবস্থায় কৃষক সমাজ হাজার হাজার গুণ সাফল্য পেলেও এবং ত্রিপুরা রাজ্য থেকে কৃষি বিজ্ঞানীর উপাধি পেলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা যে কৃষি ব্যবস্থায় এখনো পিছিয়ে তা বলা বাহুল্য। এখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জুমিয়া পরিবার গুলি জুম চাষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পূর্বপুরুষদের দেখানো পথ অনুসরণ করে জুমের ফসল ফলিয়ে সংসার প্রতিপালন করে যাচ্ছেন। এরই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আঠাক মোরা পাহাড়ের এক রিয়াং পরিবারের দম্পতির। এখনো জুম চাষের সময় নিজের ছেলেপুলেদের ঘরে ফেলে স্বামী স্ত্রী দুজনই গভীর প্রত্যন্ত জঙ্গলে পৌছে যায় জুম চাষের জন্য। আর দম্পতি এবার জুমের মধ্যে চাল কোমুর উৎপাদন করেই বর্তমান অভাব অনটনের সময়ে সংসারের ভরণপোষণ করে যাচ্ছে। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার আঠারমোরা পাহাড় এর নুনাছড়া এডিসি ভিলেজের এই ঘটনা। বর্তমানে এমনিতেই পাহাড়ের কাজ নেই খাদ্য নেই অভাব অনটন যেমন নিত্যদিনের সঙ্গী। এর মধ্যে কেউ কেউ সরকার প্রদত্ত ঘর পেয়েও ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে ঘর বিক্রি করে দিচ্ছে। সেই সময়েও কিছু কিছু রিয়াং পরিবার নিজেদের শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে জুমচাষের জুমের ফসল খাকরোল উৎপাদন করে নিজের সংসার চালানোর চেষ্টা করছে। ওই দম্পতি আমাদের জানান কাজহীন খাদ্যহীন বর্তমান সময়ে এই চালকুমুর জুম থেকে সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে বর্তমানে সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয় এ প্রত্যন্ত অঞ্চলে আরো দেখা যায় বাবা মা যখন জুম চাষে ব্যস্ত জুমের ফসল উৎপাদন করে ঘরে নিয়ে আসে তখন উনাদের ছেলেমেয়েরা রাস্তার পাশে চালকুমারর পসরা সাজিয়ে বিক্রির জন্য বসে থাকে। আর বিক্রি হলে মা বাবার হাতে পৌছে যায় টাকা তখনই সংসারের ভরণপোষণ হয় সেই টাকাতে। আর যাই হোক এতকিছুর পরও শুভবুদ্ধি মহলেই একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ঘটনা করে শহর ভিত্তিক বা গ্রাম ভিত্তিক কৃষি দপ্তর থেকে বিভিন্ন কৃষকদের কৃষি যন্ত্রাংশ সার বীজ বিভিন্ন গাছের চারা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বন্টন করা হলেও একশ্রেণীর জনজাতি পরিবারগুলো সরকার প্রদত্ত তাদের মৌলিক চাহিদা বা মৌলিক অধিকার গুলি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না?

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।